রেজিষ্ট্রার নং৭৭ Rigistered No.77. রেজিষ্টার নং৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷০, ষাণ্মাসিক ৪৲, ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶০ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷০, ডাক মাশুল ১৷০টাকা প্রতি খণ্ড।৵। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৶০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা।

১০ম ভাগ } কলিকাতাঃ—১০ই চৈত্র —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল। ইং ২২এ মার্চ্চ ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ } ৬সংখ্যা।

—ooo—

বিজ্ঞাপন।

পরীক্ষিত মহৌষধ।

নিম্ন লিখিত ঔষধ কলিকাতা ঝামাপুকুর ২৮নং শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। পারদ দোষ সংশোধক অব্যর্থ চুর্ণ। ইহাতে শরীরের পারদজাত বা গরমির পীড়াতে দুষিত রক্ত, পারদ ফোটন বা ঘা হওন ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

মূল্য ২৶০ আনা।

২। তোপচিনি মসলার অরিষ্ট। ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি, শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবেক এবং ধাতু পুষ্টি হইবেক। অধিকন্তু, ইহা মেহ, ধাতু পীড়া, উপদংশ রোগ, বাত, পুরাতন কাশী ও হাপানী প্রভৃতি উৎকট পীড়া সমূহের একটি অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২৷০ টাকা।

৩। অম্লপীড়ার মহৌষধ। ইহা বিবিধ অম্ল রোগের ঔষধ যথাঃ—অম্ল উদ্গার ও বমি, পেট জ্বালা বেদনা ও পেট ফাঁপা, অজীর্ণ ইত্যাদি। ৸৶আনা।

৪। বৃহৎ হিমসাগর তৈল। ইহাতে বায়ু পিত্ত রোগ, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা ইত্যাদি আরোগ্য হয়। মূল্য ১৶০ আনা।

৫। বাতরাজ তৈল। ইহা বিবিধ প্রকার বাত রোগের মহৌষধ। মূল্য ৸৶০ আনা।

৭। কর্ণপীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের পুঁজ ও বধিরতা আরোগ্য হয়। ৷৵১০

৮। কেশ কন্দর্প তৈল। ইহাতে অকালে কেশ পক্কতা ও কেশ মুল বলিষ্ঠ হয়। মূল্য ৸৵১০ আনা

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম। ইহাতে গরমির ও অন্য ঘা আরোগ্য হয়।

মূল্য ৷৵১০ আনা

শ্রীরামলাল দত্ত

ঘড়ি, সোনার চেইন, ইয়ারিং, বাজাবাকশ, হির, পান্না ও চুনির অঙ্গরী প্রভৃতি বিক্রেতা।

নং ১৪৩। ১৪৪ রাধাবাজার।

এখানে সর্ব্ব প্রকার ক্লক, ওয়াচ ঘড়ি, টাইমপিশ জেমশমেকেবের সোণার রূপার এবং জেমশমরের এবং অন্য ২ মেকারের ওয়াচ ক্লক চেইন এবং বাজা বাকশ ইংরাজি গহনা ইত্যাদি হোলশেল এবং রিটেল অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং মেরামত হয়।

এখানে ওয়াচ ঘড়ি এবং ক্লক ১০টাকার মূল্যের অবধি ৫০০ টাকার পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

শিক্ষক।

অর্থাৎ নব্য ভূম্যধিকারিদিগের শিক্ষার্থে নৈতিক ও বৈষয়িক উপদেশ। তৎসহ আদালত ও জমিদারী কার্য্যববহৃত পারস্য ভাষার শব্দার্থ; ও উপযোগিতা ও নৈসর্গিক শক্তি অনুসারে ভূমির শ্রেণী বিভাগ। কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারি ও নুতন সংস্কৃত প্রেসে পাওয়া যায় মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

ঠৈজ্য——শে।

পুরাণ প্রকাশ যন্ত্র হইতে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কল্কিপুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, শ্রীভগবদ্গীতা, রামানুজভাষ্য স্বামীকৃত টীকা, চক্রবর্ত্তী কৃত টিকা, ও অনুবাদ সমেত প্রত্যেক পুস্তক প্রতি মাসে এক এক খণ্ড করিয়া বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ সমেত প্রকাশ হইতেছে, প্রতি খণ্ডের অগ্রিম মূল্য চারি আনা মাত্র।

কলিকাতা শ্যামবাজার গোপীমোহন দত্তের লেন ৫নং ভবনে শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবেক।

পূরাণপ্রকাশ যন্ত্রে বাঙ্গলা ও নাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সুলভ মূল্যে পরিপাটি রূপে নির্ব্বাহ হয়।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা, ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক রোগ, বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভ স্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাস্থল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া খণ্ডে২ প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্যপাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ, কর্ম্মাধ্যক্ষ।

এতদ্বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করান যাইতেছে যে যে ব্যক্তি শুদ্ধরূপে বাঙ্গলা অক্ষরে হিন্দি ভাষায় একটী পুস্তক রচনা করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব।

১৮৭৭ ইং ৭ই ফেব্রুয়ারি { শ্রীদিহিঙ্গের গোস্বামী
মোং রহা নওগাঁ আসাম।

দ্বিতীয় ভাগ! দ্বিতীয় ভাগ!! দ্বিতীয় ভাগ!!!

ঐতিহাসিক রহস্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত।

"এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হইল।" বঙ্গদর্শন।

The collected Essays of Ram Dass Sen well deserve a translation into English.

Max Muller

এই পুস্তক কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নম্বর ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ৫৫ নম্বর কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রয় হইতেছে।

মুল্য ১৲ এক টাকা ডাকমাশুল ৶০ দুই আনা।

উহার প্রথম ভাগ মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল দুই আনা। উপরিউক্ত স্থানে পাওয়া যায়।

পলাশির যুদ্ধ কাব্য।

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

ঢাকা [illegible] ভবন পাটুয়াটুলি, কে, সি, [illegible] এণ্ড কোম্পানির কাব্য প্রকাশ লাইব্রেরিতে [illegible]ব্য।

"ডাক্তার জি [illegible] এম ডী।"

বিখ্যাত ডাক্তার [illegible] ওয়াইকের ছাত্র সকল প্রকার চ[illegible] রোগে[illegible] চিকিৎসক। ৭ নং চৌরিঙ্গি রোডের ব[illegible] প্রাতে ৮টা নাগাত ১০টা ও বৈকালে ৩টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়।

সিনকোনা জরঘ্ন ঔষধ।

অথবা

গবর্ণমেণ্ট কুইনোলজিষ্ট দ্বারা প্রস্তুত বিমিশ্র সিন্‌কোনা বীর্য্য।

যাহারা বেশীদরে কুইনাইন ক্রয় করিতে অক্ষম, তাহাদের জন্য এই ঔষধ কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দার্জিলিঙ্গের সন্নিকট গবর্ণমেণ্টের ক্ষেত্রজাত লাল সিন্‌কোনার ছালের ঔষধোপযোগী বীর্য্য সমুদয় ইহাতে আছে। মাত্রা ও প্রয়োগের নিয়ম প্রায় কুইনাইনের মত।

কলিকাতা মহানগরীর নিকটস্থ হাওড়ার বোটেনিকাল গার্ডনের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট ব্যবহারের উপদেশ পত্র সমেত এক পাউণ্ড পরিমিত জরঘ্ন সিনকোনা চীনপাত্রে নগদ মূল্য প্রাপ্তব্য।

সাধারণ লোকের প্রতি এক পাউণ্ডের মূল্য ২০ টাকা। কিন্তু এককালিন ২০ পাউণ্ড, সরকারি কর্ম্মচারিগণ সরকারি ব্যয়ের জন্য অথবা দাতব্যালয়ের ব্যবহার জন্য ক্রয় করিলে ১৬৷৷ টাকায় এক পাউণ্ড পাওয়া যাইবে। ডাকমাশুল ১ টাকা অতিরিক্ত লাগিবে।

কানন কুসুম।

অত্যুৎকৃষ্ট নবন্যাস।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মুল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা, ডাকমাশুল দুই আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

পরীক্ষিত বিশ্ববিষ চিকিৎসা।

এই পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে সর্প বিষের ও অন্যান্য জন্তুর দংশন এবং অন্য কোন প্রকারে বিষাক্ত পরীক্ষিত মহৌষধ দ্বারা চিকৎসা বিবরণ লেখা হইয়াছে। মূল্য ডাক মাশুল সহ বার আনা ১৪ নং জেলিয়া টোলা ষ্ট্রীট যোড়া সাকো কলিকাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

[(হিন্দু হিতৈষিণী হইতে উদ্ধৃত)

একটী মোকর্দ্দামা।

এই মোকদ্দামার বিবরণ জ্ঞাত হইবার জন্য অনেকে উৎকর্ণ হইয়া আছেন, এজন্যই আমরা ইহার আদ্যন্ত ব্যক্ত করিব। অর্থাৎ ঢাকাস্থ কমিসনারের আমলা বাবু হরিদয়াল মজুমদার মাণিকগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেনকে গত ৪ ঠা মাঘ এইমর্ম্মে একপত্র লেখেনঃ—

"আমি বহু দিবস হইতে কমিসনরি আফিসে আছি, মহাশয় ঢাকার মুন্সেফীতে উকীল থাকার সময় সুন্দররূপ পরিচয় ছিল, খরচ পত্রের দুরবস্থা দৃষ্টে অত্রাফিসের ২।৪ খানাওকালত নামা দেওয়াইয়া কাগজ পত্র দেখাইতাম। জগদীশ্বরের কৃপাতে মহাশয় পরীক্ষা দিয়া বাকরগঞ্জের জজের উকীল, তৎপরে মাণিকগঞ্জের দ্বিতীয় মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, আমি পূর্ব্বাবস্থাতেই আছি। এ সকল স্মরণ করিয়া মহাশয়কে জানাইতেছি, আমরা কতীও কিঞ্চিৎ এলাকার ক্ষুদ্রাংশ মহাশয়ের বিচারাধীন বটে, প্রজাবিদ্রোহিতা গতিকে নিজের ও আত্মীয় স্বজনের ২।৪টি মোকর্দ্দমার সমর্থন করিতে হয়। দলিল প্রমাণ দৃষ্টে মহাশয়ের বিচারে ও বিবেচনায় কয়েকটি মোকর্দ্দমাতে যেরূপ হুকুম হওয়ার হইয়াছিল, আমার বিপক্ষে নিষ্পত্তি হওয়াতে আপীলে তাহা রহিত হইয়াছে দুইটী মোকর্দ্দমা এযাবত আপীলে দায়ের আছে। এই রূপ সকলেই করিয়া থাকে। মহাশয়ের আফিসে ডিক্রীজারী, দাবিদারী ইত্যাদি কয়েকটী মোকর্দ্দমা হকিয়াতে আছে এবং ভবিষ্যতে ও রুজু হইবে কিন্তু পরস্পর অতি সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট শুনা যাইতেছে যে মহাশর আমার প্রতি (কি কারণে জানি না) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন। একবার মনে হয় তদ্‌গতিকে ঐ সকল মোকর্দ্দমা বিপক্ষে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতেও ঐরূপ করিবেন সম্ভব আছে। বাস্তবিক ইহা কখনই দৃঢ় রূপে বিশ্বাস করি নাই ও করিব না। মহাশয় যেরূপ বিচারাসনে অভিষিক্ত ও প্রকাশ্য ব্রাহ্মধর্ম্মবলম্বী হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রাণী ও বিষ্ঠা চন্দন মহাশয়ের নিকট তুল্য জ্ঞান হইয়া রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রজা পুঞ্জের কথা দুরস্তাং পিতা হাকিম হইয়া পুত্রের মোকর্দ্দমায় নিরপক্ষপাতিতা ও পরকালের গতির বিষয় জ্ঞাত আছেন। সে স্থলে আমি নিপরাধীর প্রতি এরূপ কখনই সম্ভবে না, আমি স্বতঃপরতঃ মহাশয়ের নিকট সপথ করিয়া বলিতেছি, কখনই মহাশয়ের বিপক্ষে কোন প্রকারের দোষের কি অপরাধের কার্য্য করি নাই। অকারণে সত্যই মহাশয়ের বিশ্বাস ও রাগ হইয়া থাকিলে জজ সাহেবের কি হাইকোর্টে দরখাস্ত দিয়া প্রতিকারে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু সেই সকল কারণ বিশেষ করিয়া না জানিয়া শত্রু মিত্র একের নিকট সত্য কি মিথ্যা কোন কথা শুনিয়া ঐ রূপ দোষারোপ ও দরখাস্ত করা উভয় পক্ষে কাহারই উচিত নহে। বিশেষ আমাসদৃশ ব্যক্তি শত অপরাধ করিলেও প্রজা পুঞ্জের উপর বিচার কর্ত্তার এতাদৃশ ভাব থাকা নিতান্ত অনুচিত। তাহা সত্য কি না জানার জন্য বন্ধের সময় মাণিকগঞ্জে গিয়াছিলাল, তখন মহাশয় ঢাকায় আসিয়াছিলেন। বিচার কর্ত্তার নিকট প্রজাগণের যাইতে কোন অপরাধ কি অপমান নাই। যাইয়া বিশেষ অবস্থা জানার সম্পূর্ণ প্রার্থীত ও প্রস্তুত আছি, কিন্তু মহাশয় সাক্ষাৎ করেন না করেন, সরল ভাবে দোষগুণ বলেন না বলেন সন্দেহ, গতিকে বিদায় গ্রহণে নিকট যাইতেছি না। আগামী শ্রীপঞ্চমীর বন্ধে মহাশয়ের ঢাকা আসা সম্ভব, জানিতে পারিলে অথবা অনুগ্রহ প্রকাশে খবর দিলে সাক্ষৎ করিয়া সকল নিবেদন করিতে পারি এবং আমার কোন অপরাধ আছে কি না কি প্রকারে কাহার নিকট শুনিয়াছেন সবিস্তার জানিতে পারিয়া দোষ থাকিলে তাহা সংশোধনের উপায় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি, যেমত অভিপ্রায়ে অনুগ্রহ করিয়া লিখিতে আজ্ঞা হইবে।"

মুন্সেফ বাবু এই পত্র পাইয়া ঢাকার জজ সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে এক চিঠি লেখেনঃ—

"আমি অত্যন্ত সম্মান সহকারে নিবেদন করিতেছি যে ঢাকার কমিশনারি অফিসের হরিদয়াল গুহ আমাকে যে ভাবে পত্র লিখিয়াছে, তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছে, আমি বিবেচনা করি যে কোন ব্যক্তি সজ্ঞান অবস্থাতে এক জন বিচারকের নিকট এই প্রকার পত্র লেখা উচিত বিবেচনা করিবে না। আমি বিবেচনা করি যে এই প্রকার ভাবে এক জন বিচারকের নিকট লেখাতে হরিদয়াল গুহ মজুমদারের কতক শাস্তি হওয়া উচিত। সে আদালত অবজ্ঞার জন্য অভিযুক্ত হইবে, কিম্বা এ বিষয় কমিশনার সাহেবের জ্ঞাতসার করিতে হইবে, যদ্দ্বারা তাহার প্রতি ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে কোন শাস্তি হইতে পারে। আমি তাহার বিরুদ্ধে প্রায় উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এবিষয়ে আমাকে কি করিতে হইবে অবকাশ মতে উপদেশ দিবেন।"

এই পত্রের উত্তর জজ সাহেব লেখেনঃ—

"এই পত্র লেখা অনুচিত বটে কিন্তু আমি দেখিতে পাইনা কি প্রকারে ঐ লেখক ইহার জন্য বিভাগীয় দণ্ড পাইতে পারে। উক্ত লেখককে আদালতের অবমাননার জন্য দায়ী হইতে হইবে কিনা তদ্বিষয়ে আমি আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে পারিনা। কারণ ইহা অসম্ভব বোধ হয় না যে আপনি অধিক কোন উপায় অবলম্বন উচিত বিবেচনা করিলে লেখক আমার নিকট বিচার জন্য উপস্থিত হইতে পারে।"

বাবু হরিদয়াল মজুমদার তাঁহার নিজের ও সম্পর্কিত ব্যক্তির কয়েকটি মোকদ্দামা উঠাইয়া প্রথম মুন্সেফের নিকট বিচার জন্য অর্পণ করার প্রার্থনায় দ্বিতীয় মুন্সেফের নিকট ডাকযোগে এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। তাহাতে মুন্সেফ তাঁহার উপর রাগ থাকার কথা, সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট শ্রুত হওয়ার কথা লেখা থাকে। দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু এই দরখাস্ত পাইয়া পুনরায় তাহাতে কি করা কর্ত্তব্য জজের নিকট তাহার পরামর্শ চাহেন। জজ সাহেব পুর্ব্বমত উত্তর দেন। এসকল লেখাপড়ার পর মুন্সেফ বাবু এম্প্রেস বাদী, হরিদয়াল গুহ মজুমদার বিবাদী, বলিয়া এক মোকদ্দামার উত্থাপন করেন হরিদয়াল মজুমদার অদালত অবজ্ঞার নিমিত্ত কেন শাস্তি পাইবেনা, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য ২৯ শে জানুয়ারি রোবকারী সহ হরিদয়াল মজুমদারের নামীয় সমন কমিসনর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। কমিসনার সমন খানি হরিদয়াল গুহকে দিয়া মুন্সেফকে লেখেন যে, "আমার একটি মাত্র আমলা অতএব তাহাকে শীঘ্র বিদায় করিবেন।" হরিদয়াল, বাবু মুন্সেফের নিকট উপস্থিত হইয়া জবাব দেন. তৎপর মুন্সেফ সেই মোকদ্দমার বিচার জন্য ঢাকার মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করেন। মাজিষ্ট্রট সাহেব কাগজপত্র দেখিয়া বলেনঃ—

কোন্ ধারানুসারে মুন্সেফ চার্জ করেন, তাহা লেখেন নাই, তিনি ফৌজদারি কার্য্যবিধির ৪৩৬ ধারানুসারে মোকদ্দমা প্রেরণ করিয়াছেন। ৪৩৫ ধারাতে অপরাধের এবং ১৭৫। ১৭৮। ১৭৯। ১৮০ এবং ২২৮ ধারার উল্লেখ আছে, হরিদয়ালের লিখিত পত্র উক্ত কোন ধারার অন্তর্গত আইসে না। উহা ১৭৯ ধারা ও কেবল দরখাস্ত খানা ৪৯৯ ধারার অন্তর্গত, কিন্তু তাহাতে অভিযোগ করার আবশ্যক। মুন্সেফ তাহা করিতে পারেন। কিন্তু দণ্ডবিধির আইনের কোন্ ধারার অন্তর্গত মুন্সেফ তাহা প্রদর্শন করিতে না পারিলে অবজ্ঞার অপরাধ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

এই নিষ্পত্তির পর মুন্সেফ লেখেনঃ—

"অপরাধের ধারা স্থির করা বিচারকের কর্ত্তব্য। আপনার সন্দেহ থাকিলে এ বিষয়ের আদেশ জন্য হাইকোর্টে লিখিতে পারেন। হরিদয়াল মজুমদারের স্বভাব এত দর অবিনীত যে আমি তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ না করিয়া পারি না। প্রকাশ্য কাছারিতে সে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব বলি, কিন্তু সে কোন দোষ করে না বলিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হয়। যদি আপনি আমাকে বাদী হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি যদি বিবেচনা করেন যে হরিদয়াল ৪ঠা মাঘের পত্র এবং দরখাস্ত দ্বারা কোন অপরাধ করেন নাই, তবে আমি যে হরিদয়ালকে ফৌজদারীতে অর্পণ করিয়াছি ঐ আদেশ রহিত করার কারণ হাইকোর্টে লিখিবেন।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব মুন্সেফকে আসিবার জন্য পত্র লেখাতে গত সোমবার চণ্ডী বাবু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিয়াছেন! উকীলের কুট প্রশ্ন এবং উত্তরের সংক্ষেপ আমরা পারিলে আগামী বারে প্রকাশ করিব। মাজিষ্ট্রেট সাহেব হরিদয়ালের জামিন গ্রহণ করিয়া দরখাস্তের বিষয় বিচার করিবার জন্য আগামী ২৬ শে মার্চ্চ দিন ধার্য্য করিয়াছেন। হরিদয়াল বাবু মাণিকগঞ্জের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু পুর্ণচন্দ্র ঘোষ ভূতপূর্ব্ব একটীং মুন্সেফ বাবু আনন্দনাথ মজুমদার, জজ আদালতের উকীল বাবু প্রসন্নচন্দ্র গুহ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে সাক্ষ্য মান্য করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অনেকের অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারিবে বলিয়া আমরা ইহার আদ্যন্ত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ১০ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

বজেট।

গত বৃহস্পতিবারে ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, গবর্ণর জেনারেলের সভাতে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদত্তকালে সভাসদ্‌গণের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইত। লর্ড নর্থব্রুক এই প্রথাটি উঠাইয়া দেন। যদিও এই তর্ক বিতর্কে বিশেষ কোন ফল হইত না, কারণ গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবেন তাহা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিতেন, তবু সভাসদ্‌গণের মধ্যে দুই এক জন স্বাধীন প্রকৃতির লোক মাঝে মাঝে গবর্ণমেণ্টের অপব্যয়ের কথা উল্লেখ করিয়া করদাতাদের দগ্ধ-হৃদয়ে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনাবারি সিঞ্চন করিতেন। এই নিয়ম থাকাতেই সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল প্রকাশ্যরূপে গবর্ণর জেনারেলের সভাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ইহাই বলিয়া তিরস্কার করেন যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে দৈন্য করিয়া ষ্টেটসেক্রেটারিকে বৎসর বৎসর যে ১৬ কোটি টাকা প্রদান করেন তাহার ন্যায় ঘোর অত্যাচার আর হইতে পারে না। অবশ্য ক্যাম্বেল সাহেবের এই স্পষ্টবাদিতায় আমাদের বিশেষ কোন লাভ হয় না, কিন্তু তবু এরূপ দুটি পাঁচটি কথা শুনিলেও মন তৃপ্তি হয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে এই প্রথাটি আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল রহিত করেন। তাঁহার সময়ে আয় ব্যয়ের হিসাব গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইত এবং সাধারণের বিনা আপত্তিতে উহা গ্রহণ করিতে হইত। লর্ড লিটন পুর্ব্বেকার নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন। আয় ব্যয়ের হিসাবে সম্মতি দিবার পূর্ব্বে তিনি উহা তাঁহার সভায় উপস্থিত করিতে বলেন। তদনুসারে আমাদের রাজস্ব-মন্ত্রি ষ্ট্রাচি সাহেব গত বৃহস্পতিবারে যে সভা বসে তাহাতে ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবও সেই সঙ্গে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। গবর্ণর জেনারেলের সভাসদ্‌গণ ব্যতীত বাহিরের বিস্তর লোকেও এই বক্তৃতা শুনিতে গমন করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাচি সাহেবের হিসাব লইয়া সভায় কোন তর্ক বিতর্ক হয় না। গত কল্যকার সভায় ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হয়।

ষ্ট্রাচি সাহেব অতি সরল ভাবে বক্তৃতা করেন। ভারতবর্ষের রাজস্বের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ তাহা তিনি প্রাঞ্জলরূপে দেখাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, দুটি কারণে ভারতবর্ষের আয় হইতে কিছুই সঞ্চয় হইবার যো নাই। এই দুটি কারণ না থাকিলে ভারতবর্ষের আয় হইতে বৎসর বৎসর বিস্তর টাকা বাঁচিতে পারিত। প্রথম কারণ দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, এবং দ্বিতীয় কারণ গবর্ণমেণ্টের উপকারার্থে স্থানে স্থানে রেলওয়ে, রাস্তা, বারাক প্রভৃতি প্রস্তুত করা, যাহা হইতে কোন আয়ই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষের কোন না কোন স্থানে প্রায় প্রতি বৎসর এক্ষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে এবং এই সম্বন্ধীয় ব্যয়টি গবর্ণমেণ্টের এক্ষণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। রেলওয়ে বারাক প্রভৃতি প্রস্তুত করাও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সুতরাং এটিও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়ের শামিল হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের আর একটিও অনিবার্য্য ব্যয় উপস্থিত হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারিকে আমাদের ষোল কোটি টাকা বৎসর বৎসর দিতে হয়, কিন্তু রূপার মূল্য কমিয়া যাওয়াতে এই ষোল কোটি ব্যতীত উহার বাট্টাস্বরূপ আমাদের আরো কয়েক কোটি টাকা এই কয়েক বৎসর হইতে দিতে হইতেছে এবং ক্রমশঃ এই বাবটি বৃদ্ধি হইতেছে। এই ব্যয় গুলির হস্ত হইতে গবর্ণমেণ্টের নিস্তার পাইবার যো নাই, সুতরাং বর্ত্তমান যে আয় আছে গবর্ণমেণ্ট যদি তাহা বৃদ্ধি না করেন, কিম্বা নিত্য নৈমিত্তিক যে ব্যয় আছে তাহা না কমান, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের বৎসর বৎসর ঋণ জালে জড়ীভূত হইতে হইবে। গত কয়েক বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১৮৭৫-৭৬ অব্দে ৫২৫১৫৭৮৯০ টাকা আয় এবং ৫৫১১৭৫৩৬০ টাকা ব্যয় হয়, সুতরাং ২৬০১৭৪৭০ টাকার অনাটন হয়। যদি ইহা হইতে পবলিক ওয়ার্কস একষ্ট্রাঅর্ডিনারি অর্থাৎ যে সকল রেলওয়ে রাস্তা প্রভৃতি কার্য্যে লাভ নাই তাহাতে যে ব্যয় পড়িয়াছে তাহা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের তহবিলে দেড় কোটি টাকার বেশী থাকে। ১৮৭৬-৭৭ খৃঃ অব্দে ৫১২০৬৭০০০ টাকা আয় এবং ৫৭২৮৫০০০০ টাকা ব্যয় হয়, সুতরাং ৬০৭৮৩০০০ টাকার অনাটন হয়। কিন্তু ইহা হইতে যদি দুর্ভিক্ষ ও পবলিক ওয়ার্কস্ ব্যয় বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে ৬২৪৮০০০ টাকা সঞ্চয় থাকে। ১৮৭৭-৭৮ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্ষের বজেটে ৫২১৯২৭০০০ টাকা আয় এবং ৫৬৪৪২৪০০০ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে, সুতরাং ৪২৪৯৭০০০ টাকার অনাটন হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়ের মধ্যে পবলিক ওয়ার্কস্ একষ্ট্রাঅর্ডিনারির নিমিত্ত ৩৬২৮০০০০০ টাকা এবং দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত ২১৫০০০০০ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। এই ব্যয়গুলি বাদ দিলে ৯২৮৩০০০ টাকা তহবিলে থাকিবার সম্ভাবনা ছিল।

অবশ্য এই অনাটন ঋণ করিয়া পূরণ করিতে হইবে। ১৮৭৬-৭৭ অব্দে ৩৭২৪০০০ টাকা ধার করা হয়, এবং বর্ত্তমান বৎসরে সাড়ে ছয় কোটি টাকা ধার করা হইবে। ইহার মধ্যে সোয়াকোটী টাকা সিন্ধিয়ার নিকট হইতে গোয়ালিয়ার রেলওয়ের নিমিত্ত ঋণ লওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট সোয়া ছয় কোটির মধ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের আড়াই কোটি টাকা ধার করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে তাঁহার নিজের ব্যয়ের নিমিত্ত বৎসর বৎসর ইংলণ্ডে কতক গুলি টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকেন। এবার কত কর্জ্জ করিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই, তবে পৌনে চারি কোটি টাকার বেশী তাঁহাকে কর্জ্জ করিতে দেওয়া হইবে না।

বর্ত্তমান বৎসরে গবর্ণমেণ্ট কি২ উপায়ে কত আয় প্রত্যাশা করেন এবং কোন্২ বাবদে কত ব্যয় হইবার সম্ভাবনা তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

আয়

ভূমির রাজস্ব	২০৯৪০৮০০০
করদ রাজ্যের কর ইত্যাদি	৬৯৭৯০০০
বনবিভাগ	৫৭৯২০০০
আবগারী	২৫৬১৭০০০
কষ্টমস্	২৪৮৬৯০০০
লবণ	৬৩৪৩০০০
অহিফেণ	৮৬১০০০০০
ষ্ট্যাম্প	২৮৯৬৪০০০
টাকশালা	১৭৫০০০০
পোষ্টাফিস	৮২৫৯০০০
টেলিগ্রাফ	৩১৫৫০০০
আদালত	৮৪২৭০০০
পুলিশ	৭০০০০০
সামুদ্রিক	২০১৯০০০
শিক্ষাবিভাগ	১০১৯০০০
সুদ	৫১২৫০০০
সিবিলিয়ানদের পেন্সন ফণ্ড	৫৯৭৪০০০
বাট্টা	৩৮৭৯০০০
সৈনিক বিভাগ	৮৯২০০০০
পবি্লিক ওয়ার্কস	১৯৯৫০০০
জল সেচন বিভাগ	৫৫১৬০০০
ষ্টেট রেলওয়ে	৬৭৪৮০০০
প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত	৪১৫১০০০
প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পাওয়ানার কর্ত্তন	৩৩৮০০০
বাজে	২৭৯৩০০০
	৫২১৯২৭০০০

ব্যয়।

সুদ	৬০০৬১০০০
আমানত শোধ	৩০৬০০০০
ভূমির রাজস্ব আদায়ের খরচ	২৫০৬৬০০০
বনবিভাগ	৪১৮৩০০০
আবগারী	১০৭১০০০
কষ্টমস্	১৯৩১০০০
লবণ	৫১৮৭০০০
অহিফেণ	২৩৬০০০০০
ষ্ট্যাম্প	৯৮২০০০
টাকশাল	৮৯২০০০
পোষ্টাফিস্	৮৯৪৩০০০
টেলিগ্রাফ্	৪৯৫৫০০০
শাসন ব্যয়	১৪২৩২০০০
ক্ষুদ্রবিভাগসকল	৩২২৮০০০
আদালত	৩২৯৪৪০০০
পুলিশ	২০৯৫০০০০
সামুদ্রিক	৫৪৪৭০০০
শিক্ষাবিভাগ	৭৪১৩০০০
খৃঃ ধর্ম্মপ্রচার	১৬৬৬০০০
চিকিৎসাবিভাগ	৫৯৮৯০০০
মুদ্রাঙ্কণ ও কাগজ কলম ইত্যাদি	৪১৪২০০০
পলিটিকেল এজেন্সি	৩৯৬০০০০
পেন্সন ফারলোইত্যাদি	৩৭২৪৩০০০
ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট টাকা পাঠাইবার বাট্টা	১৬০০০০০০
দুর্ভিক্ষের খরচ	১৪২৫০০০০
সৈনিক বিভাগ	১৬২৩৮৬০০০
সাধারণ পাব্লিক ওয়ার্কস্	৩৯৬৯৬০০০
ষ্টেট রেলওয়ে	৪৮৩০০০০
রেলওয়ে কোম্পানির সুদ ইত্যাদি	১০৭৮০০০০
পাব্লিক ওয়ার্কস, একষ্ট্রাডির্নারি	৩৬২৮০০০০
বাজে	৩০,৫৫,০০০
	৫৬৪৪২৪০০০

বর্ত্তমান বৎসরে রাজস্বের অবস্থা এইরূপ থাকিবে। কোন ইম্পেরিয়াল ট্যাক্স বসিবে না, তবে বাঙ্গলায় ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্থানীয় কর দ্বারা ৩২৫০০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। ভবিষ্যতে এই কয়েকটি পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা। যে সমুদায় পবলিক ওয়ার্কসে কোন লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহা প্রচলিত ব্যয়ের মধ্যে গণ্য হইবে। দুর্ভিক্ষের ব্যয় কিরূপে সংকুলান হইবে তাহার বিশেষ উপায় বিবেচনা করা হইবে। পশ্চিম অঞ্চলে যে ইনলাণ্ড কাষ্টমস লাইনস নামক রাস্তা আছে তাহা রহিত করা হইবে। এই রাস্তা আটকের উত্তর হইতে বেরারের সীমা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৫০০ মাইল পথ বিস্তৃত। অল্প মাসুল দিয়া কেহ লবণ লইয়া গমনাগমন না করিতে পারে এই নিমিত্ত এই রাস্তাটি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহাতে প্রায় আট হাজার লোক নিযুক্ত আছে। এই রাস্তাটি উঠিয়া গেলে গবর্ণমেণ্টের কতক টাকা বাঁচিবে। চিনির ট্যাক্স উঠিয়া যাইবে। লবণের মাসুল সর্ব্বত্র সমান হইবে এবং কমিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, যত শীঘ্র হয় তুলা নির্ম্মিত দ্রব্য সকলের উপর মাসুল উঠাইয়া দিবেন। গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের তহবিলে ১১৫৩৯৭০০০ টাকা ছিল। বর্ত্তমান বৎসরের শেষে সাড়ে বার কোটি থাকার সম্ভাবনা।

আবার ট্যাক্স।

যদি বোম্বাই ও মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ না হইত [illegible]
হইলে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এবার একটি [illegible]
অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপী ট্যাক্স [illegible]
কিন্তু বোম্বাই ও মান্দ্রাজে [illegible]
তেছে, কাজেই গবর্ণমেণ্ট [illegible]
বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চি[illegible]

বসাইবেন এই রূপ সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই দুই প্রদেশ হইতে ট্যাক্স দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ৩২৫০০০০ টাকা উঠাইতে চান, অর্থাৎ বাঙ্গলায় সাড়ে সাতাশ এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। যে লাইসেন্স ট্যাক্সের কথা স্মরণ হইলে আজিও লোকের হৃদয়ে কম্প উপস্থিত হয় তাহাই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে স্থাপিত হইবে। বাঙ্গলায় কি কর স্থাপিত হইবে তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই, তবে গবর্ণমেণ্ট এখানে কোন নূতন কর বসাইতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাদের ইচ্ছা যে এখানে যে সকল কর প্রচলিত আছে তাহা-রই কোনটীর হার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। খুব সম্ভবতঃ রোড সেসের হার বৃদ্ধি করা হইবে, গবর্ণমেণ্ট ইহার যথেষ্ট ইঙ্গিতও দিয়াছেন। যদি প্রকৃতই রোড সেসের হার বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার প্রজাদের বক্ষে আর একটী শেল বসিবে।

এই নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করায় কোন অন্যায় হয় নাই, ষ্ট্রাচি সাহেব ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করেন। তাঁহার বাক্চাতুরীতে তিনি এবং তাঁহার ন্যায় যাহাদের ট্যাক্স দিতে হইবে না, তাঁহারা ভুলিতে পারেন বটে, কিন্তু যে বেচারীদের ট্যাক্স দিতে হইবে তাহাদের নিকট যদি তাঁহার যুক্তি গুলি তত প্রীতিকর না হয় তাহা হইলে বোধ হয় তিনি তাহাদিগকে দোষা-ইতে পারেন না। ষ্ট্রাচি সাহেবের বাঙ্গলা ও উঃ পঃ অঞ্চলে ট্যাক্স বসাইবার হেতু এই। দুর্ভিক্ষ এক্ষণে বৎসর বৎসর ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই হইতেছে। রেলওয়ে, জলপ্রণালী প্রভৃতি দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রধান উপায়। বাঙ্গলা কি উত্তর পশ্চিম, বোম্বাই কি মান্দ্রাজ সকল প্রদেশেই এই পূর্ত্ত কার্য্যগুলি অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা প্রস্তুত ও সংস্কার করিবার ব্যয় কে দেয়? এ যাবৎ প্রধান গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয় দিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ষ্ট্রাচি সাহেব বলেন যে, প্রধান গবর্ণমেণ্টের উপর এই ব্যয়টি নিক্ষেপ করা অন্যায়। প্রধান গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে অর্থ থাকে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের, সুতরাং কোন প্রদেশ বিশেষের উপকারের নিমিত্ত উহা ব্যয় করা বিধেয় নহে। যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গল হয় এরূপ কার্য্যে সকলে উহা ব্যয় হওয়াই কর্ত্তব্য। উড়িষ্যা কি বেহারে জলপ্রণালীর নিমিত্ত যে ব্যয় পড়িয়াছে তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত নয়, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ উক্ত প্রণালী দ্বারা বাঙ্গলার দুটি প্রধান বিভাগের উপকার হইতেছে। ষ্ট্রাচি সাহেব এই রূপ যুক্তি করিয়া বলেন যে, বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চিমা-ঞ্চলে যে রেলওয়ে ও জল প্রণালী আছে এবং যাহা ভবিষ্যতে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার ব্যয় এই বৎসরাবধি প্রধান গবর্ণমেণ্ট দিবেন না এবং বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলীয় গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স বৃদ্ধি কি ট্যাক্স বসাইয়া এই খরচের সংকুলান করুন।

ষ্ট্রাচি সাহেব যে যুক্তি করিয়াছেন তাহা মন্দ নহে। স্থানীয় অভাব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মোচন হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইলে আর একটী কাজ করিতে হয়। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সমস্ত আয় গুলি তাহাদের হস্তে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গলার যে আয় আছে তাহা যদি সমস্তই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট থাকে ও বাঙ্গলার উপকারার্থে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে প্রধান গবর্ণমেণ্টের আমাদের সাহায্য করা দূরে থাকুক, আমরাই প্রধান গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিতে পারি। কিন্তু বাঙ্গলার আয়ের প্রধান ২ প্রস্রবণ গুলি প্রধান গবর্ণমেণ্টের হস্তে। বাঙ্গলায় ভূমির রাজস্ব যাহা [illegible]য় হয় তাহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজ-[illegible]য়। ভূমির নীচেই গবর্ণমেণ্টের প্রধান [illegible]। এই অহিফেনের আকরস্থল [illegible] অহিফেনোৎপন্ন সমস্ত আয় [illegible]বেশ করে। বন্য বিভাগ, [illegible] দ্রব্যের শুল্ক, লবণ, [illegible] আয়ই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের; কেবল জেল, পুলিশ, শিক্ষা, রেজিষ্ট্রেসন প্রভৃতি আটটি বিভাগ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে। এতদ্ভিন্ন প্রধান গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বাঙ্গলা প্রভৃতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে সর্ব্ব সুদ্ধ সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ভাগ করিয়া দিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা সমস্ত স্থানীয় অভাব সংকুলান হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টগণ নানা বিধ স্থানীয় কর স্থাপিত করিয়া আপনাদের অভাব দূর করিতে বাধ্য হন। এই জন্য রোড সেস ও বিবিধ মিউনিসিপাল কর বাঙ্গলায় স্থাপিত হয় এবং এই রূপে শোষিত হওয়ায় বোম্বাই ও মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকে বৎসরের মধ্যে ছয় মাস প্রায় এক সন্ধ্যা আহার করে। এই ঘটনা গুলি বর্ত্তমান থাকিতেও ষ্ট্রাচি সাহেব কি সাহসে বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে নূতন কর স্থাপনের প্রস্তাবনা করিলেন তাহা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য।

জল প্রণালী ও রেলওয়ে দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইবে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত নয়। যে সকল স্থানে রেল-ওয়ে আছে সেখানেও দুর্ভিক্ষ ভীষনাকারে উপস্থিত হইতে দেখা যাইতেছে। জলপ্রণালী গুলি অধিক স্থলেই কেবল ভার স্বরূপ। যখন জলের আবশ্যক তখন উহাতে জল থাকে না; আবার জলপ্রণালী দ্বারা উহার সন্নিহিত জমি গুলিরই কেবল উপকার হইতে পারে। এ দেশে যে এত ঘন ২ দুর্ভিক্ষ হইতেছে সে শস্য অভাবের জন্য নহে, সে কেবল অর্থাভাবের নিমিত্ত। দেশে ধন নাই বলিয়াই অন্ন কষ্ট। প্রায় দেখা যায় যেবার এক অঞ্চলে শস্য না জন্মে সেবার অপর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিয়া থাকে, কিন্তু দেশ ধনশূন্য হইয়াছে বলিয়াই এত হাহাকার পড়িয়াছে। ষ্ট্রাচি সাহেব যদি প্রকৃত দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে চাহেন তাহা হইলে যাহাতে এ দেশে ধনাগম হয় এরূপ কোন উপায় করুন। অন্ততঃ যাহাতে গবর্ণ-মেণ্টের ব্যয় কমিয়া যায় তাহা করিলেও আমরা দুর্ভি-ক্ষের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারি। গবর্ণমেণ্ট প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া দুই চারি বৎসর রাজ-কোষ পূর্ণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু পরিণামে নিশ্চ-য়ই ঠকিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রমাণ পদে ২ প্রাপ্ত হইতেছেন। যদি দেশীয় লোকের ঘরে অর্থ থাকিত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে দুর্ভিক্ষ লইয়া এরূপ বিব্রত হইতে হইত না। এক একটী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় আর গবর্ণমেণ্টের আয়ের অন্যূন দশমাংশের এক অংশ বাহির হইয়া যায় এবং দেশ দশগুণ দৈন্য হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট যদি সকল বিভাগ হইতে কিছু ২ ব্যয় কর্ত্তন করেন তাহা হইলে অন্ততঃ দুর্ভিক্ষের ব্যয়টী উঠাইতে পারেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশ ইংরাজদের প্রকৃত কামধেনু। যখন টাকার দরকার হয় তখনই বাঙ্গলা দেশ। ভারতবর্ষের রাজাদের সহিত ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যত বার যুদ্ধ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ ব্যয়ই বাঙ্গলার যোগাইতে হইয়াছে। আফগান যুদ্ধ ও নেপাল যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন তাহারও অধিকাংশ বাঙ্গলা হইতে সংগৃহীত হয়। বাঙ্গলার ব্যয় অপেক্ষা আয় বিস্তর বেশী, কিন্তু তবু বঙ্গবাসীদের দুর্দ্দশার একশেষ। বাঙ্গলার সমস্ত আয়ের ভাগী শুদ্ধ বাঙ্গালীরা নন, তাহা হইলে তাহা-দের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের উপকারার্থেও এই আয় নিয়োজিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলার প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই অবিচার করি-য়াও সন্তুষ্ট নন। আবার বাঙ্গলার উপর ট্যাক্স বসিবে কি প্রচলিত ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করা হইবে! যদি ইংরাজেদের কোন জাতির নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হয় তবে সে বাঙ্গালীদের নিকট। তাঁহাদের যত ধন দৌলত তাঁহার সমুদয়ই বাঙ্গলা হইতে। বাঙ্গালীরাই তাঁহাদের এ দেশে আনয়ন করেন এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া সমগ্র ভারত-বর্ষের রাজা করেন। ১৮৫৭ অব্দে বাঙ্গালীরা যদি অটল না থাকিতেন তাহা হইলে ইংরেজেরা এ দেশে এত দিন অবস্থিতি করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সেই বাঙ্গালিদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যদি এই রূপ পদে২ অবিচার করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অপরাধের মার্জ্জনা নাই।

দ্বারকা নাথ চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি দ্বারভাঙ্গার এক জন মোক্তার ছটুলালের নিকট এক খানি কবালা প্রস্তুত করিতে দেয়। ছটুলাল কবালা প্রস্তুত করিয়া তাহা ষ্টাম্প কাগজে নকল করিয়া রেজেষ্টি করিবার জন্যে তথাকার সব রেজেষ্ট্রারের আফিষে অর্পণ করে। সব রেজিষ্টার অনুপযুক্ত ষ্ট্যাম্প হেতু বাদে উক্ত দলীল কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করেন। কালেকটর দ্বারকা নাথ ও ছটুলাল উভয়কে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করেন। ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের বিচারে দ্বারকা নাথের ২০ টাকা জরিমানা হয় এবং ছটুলাল অব্যাহতি পায়। উক্ত বিচার অন্যায় বিবেচনা করিয়া মাজিষ্ট্রেট হাইকোর্টে লিখেন যে, তাঁহার বিবেচনায় মোক্তারেরও শাস্তি পাওয়া কর্ত্তব্য হাইকোর্ট ফুলবেঞ্চে এই সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিচার করিয়াছেন।

১। কোন অথবা কি শাস্তি দেওয়া বিহিত ইহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিতে বাধ্য যে ষ্ট্যাম্প আইনের ২৯ ধারা অনুসারে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ করা যায় সে ব্যক্তি আইনের বিধানের লিখিত অপেক্ষা অল্প মূল্যের ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করায় গবর্ণমেণ্টকে প্রবঞ্চিত করার তাহার কোন অভিপ্রায় ছিল কি না। (২) ২৪ধারার বিধা-নের মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা আইসে তাহা মাজিষ্ট্রেটের নিকট সোপর্দ্দ করিতে কালেকটরের ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু ষ্ট্যাম্পের শুল্ক এড়াইবার ইচ্ছা ছিল ইহা বিবে-চনা করিবার কারণ না থাকিলে তাঁহার তাহা করা উচিত নহে। (৩) যদি কালেকটর সোপর্দ্দ করেন তবে ষ্ট্যাম্পশূন্য অথবা অনুপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে দলীল প্রস্তুত ইত্যাদি হইয়াছে প্রমান হইলে মাজিষ্ট্রেট দণ্ড বিধান করিতে বাধ্য; কিন্তু কত টাকা দণ্ড করিতে হইবে তাহা মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনার উপর নির্ভর করে, আইনে কেবল উচ্চতম দণ্ডের বিধান আছে। (৪) অভিপ্রায়ের প্রমান দিতে অথবা সোপর্দ্দ করার কারণ বর্ণনা করিতে কালেকটর বাধ্য না হইতে পারেন; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট অভিপ্রায় ছিল কি না তাহা বিবেচনা করিতে ও অপরাধীর বর্ণনা ও তৎ সম্বন্ধে সে যে প্রমাণ দেয় তাহা শুনিতে বাধ্য। (৫) কালেকটরের নিষ্পত্তি অপ্রচুর হেতুমূলক হইতে পারে, অথবা তিনি উপযুক্ত রূপে বিবেচনা না করিয়া সোপর্দ্দ করিতে পারেন; কিন্তু শাস্তি সম্বন্ধীয় তর্কে কেবল মাত্র সোপর্দ্দের উপর নির্ভর করিয়া মাজিষ্ট্রেট চালিত হইতে বাধ্য নহেন। হাইকোর্টের মতে দ্বারকা নাথ চৌধুরী দণ্ডনীয় হইতে পারেন না; কারণ সে উপযুক্ত স্থানে ষ্টাম্প বিষয়ক অনুসন্ধান করিলেও প্রকৃত উত্তর পাইত না। যে সব রেজিষ্টার দ্বারকা নাথের দলীল কালেকটরের নিকট প্রেরণ করেন তিনি সার্টিফাই করেন যে উহাতে ৪ টাকার ষ্ট্যাম্প লাগিবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৮ আইনের ২ তফসিল অনুসারে উহাতে ১৬ টাকার ষ্ট্যাম্প লাগিবে। এরূপ অবস্থায় দ্বারকা নাথ সরলচিত্তে কাজ করিয়া ছিল বিবেচনায় হাইকোর্ট তাহাকে দণ্ড হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ছটুলাল মোক্তার সম্বন্ধে নিম্নাদালতের রায় বহাল আছে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় কোর্ট অব ওয়ার্ডস অর্থাৎ রাজানুপালিত নাবালক সম্বন্ধীয় আইনের সংশোধন হইতেছে। নাবালকের ভরণ পোষণ, সম্পত্তির কার্য্য চালানের খরচ, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও ন্যায্য দেনা শোধ বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY, MARCH 22, 1877.

The prayer of the British Indian Association to the Bengal Government for a standing committee of experts, for the examination of dramas, in connection with the Dramatic Performance Act, was rather injudicious and impolitic. The prayer for a standing committee to carry out the purposes of an Act which we would see repealed or at least kept at abeyance for ever, is simply courting danger and keeping the purposes of the Act always in view. It would be something like asking for a censorship for the Press under the gagging Act. It is extremely fortunate that Mr. Eden refused to comply with so suicidal a request.

—oo—

We have much pleasure in inserting the following:—

With reference to your article on the Postal Department which appeared in your issue of the 15th Instant, I beg to offer the following as a refutation of some of the statements therein made which are not correct—and would feel obliged by your inserting this letter in your next issue.

1. As regards myself I have to inform you that I have been appointed as permanent Inspector in the Bengal Circle at the recommendation of Mr. T. W. Gribble, our Post Master General.

Rai Durga Naran Banerji Bahadoor, Inspector Bardwan Division, 2nd grade, has also been appointed to officiate in the first grade through the same recommendation.

Thus you will perceive that the wholesale charge of injustice in this department has no foundation—and you will be pleased to withdraw your statement.

Your's obediently
Ananda Gopal Sen.
Inspector of Post Office.

We are glad to find that Mr. Gribble who is so deservedly popular is not open to the charge brought against him.

—ooo—

It is not always that a debate upon the budget creates so much excitement and the Council holds its sitting up to 5 P. M. as it did yesterday. Almost all the members took part in the debate. Maharaja Joteendra Mohan Tagore spoke against an irrigation tax and the scheme of decentralization set foth by Sir John Strachey. Mr. Bullen Smith spoke strongly against the threatened abolition of duty upon cotton, and Maharaja Narendro Krishna said that there was no need for fresh taxation in Bengal. The ablest speech was that of Mr. Eden. He severely taxed Sir John Strachey for being so influenced by Manchester merchants. Lord Lytton had kindly provided the native members and visitors with refreshments.

—ooo—

The thirteenth annual conversazione of th Mahomedan Literary Society passed off as usual with great *eclat*. The gathering was large and very respectable, the *elite* of Calcutta community being present. His Excellency the Governor General also graced the occasion with his presence and evinced great interest in all he saw. The house was brilliantly illuminated, the arrangements were excellent, and one felt as if he were in a fairy land. Great credit is due to the energetic and able Secretary of the Society, Moulavi Abdool Lative Khan Bahadoor, the well-known head of the Mahomedan community in Calcutta.

—ooo—

Mr. Cockburn was an indigo planter and first gained notoriety by peaching his masters before the indigo commission. He was placed in charge of the police in Jessore when the new system was inaugurated. He there assaulted an unoffending gentleman and was transferred in disgrace. In Purnia a serious charge was brought against him but the matter was hushed up. Driven from there in disgrace he came to Burdwan where he made his presence known to the people at large and to his subordinates. He was subsequently suspended and whether he was pardoned or how he got over this scrape we do not know. He was again transferred in disgrace and here our story ends. This man is said to be a *protege* of Mr. Eden and of Mr. Bucklund!

—oooo—

A correspondent writes in connection with the Fennua perjury case.—

Will you or any of your readers let me know whether the prisoners in the now notorious Fenua case lately released from their recognizances under the doubtful Judgment of Justices Markby, Ainsle and Morris will be liable to whipping under Section 4 of the whipping act for a second conviction of the same effence?

The Counsel for the prisoners ought I think apply to the Court again for a decision on this point, as their release is no satisfaction to them, if they are branded as perjurers to all intents and purposes. *A Magistrate.*

—oooo—

We cannot too highly commend the noble efforts of the Poona Sarvajanik Sova to relieve the famine stricken people of the Deccan. But for their, vigilance and watchfulness, we are assured, thousands by this time would have died of starvation and their bones whitened the land of the Maharattas. The Sava's famine letters to Goverament are very able productions and do great credit to their head and heart. We wish the Sova long, prosperous and useful life.

—oo—

It is a fact that there are many Magistrates in India who enjoy intensely the delight of sending a man to prison. It is not that the source of this pleasure is the gratification of a sense of justice. The sense of justice is satisfied when the man is punished, but what business has a Magistrate to visit the prisoners sent by him to jail to see that self when there is a separate man for it? Mr. A. P. Macdonnell, the Magistrate of Darbhanga was sorely disappointed the other day. He directed his subordinate to prosecute two individuals, a mooktiar and a zemindar, under the stamp Act. The Deputy Magistrate punished the zemindar and released the mooktiar. This gave only small satisfaction to the Magistrate who expected the punishment of both. In his sorrow he referred the matter to the High Court and asked the Judges to comfort him. The Judges sat in deli. beration, but without punishing the mooktiar, they, on the contrary, released the zemindar punished by the Deputy Magistrate. This reminds us of the ancient story of the jackal who was swimming across a river with a piece of meat in his mouth. He saw a fish and opened his jaws to catch it and thus lost both the meat and the fish!

—ooo—

The popularly called Rajahs of Saorapooly in the district of Hooghly are deeply involved in debt. They are liable at any moment to be sold out of their property in execution of numerous decrees. This catastrophe they sincerely believe may be averted solely by the kindness of Government. Accordingly they have applied to the Collector of Hooghly to move the Government to take away the management of their estate from their own hands, and to save their house from impending ruin. Their application has been backed by the Collector of Hooghly as well as by the Commissioner of Burdwan Division. A favourable order of the Lieutenant Governor is now all that is required. We earnestly hope that His Honor will be kind enough to save the most ancient and respectable house in the district, a house even now justly looked up to by no few with veneration for the almost unparalleled liberality that characterized its former representatives. It would not be out of place to add that the interest of a vast number of high caste Hindoos and Musulmans—all Lakhragdars or quit-renters, is so interwoven with that of the applicants, that the sale of their property would bring ruin to many and be the cause of numerous dissensions and lawsuits. It is confidently believed by many that the Rajahs, if let alone, will never be able to better their condition. Their energy has been so completely paralized by debt that it is very doubtful, whether they would have ever come forward with their application, without being repeatedly goaded by Babu Lalit Mohun Sing, Zemindar of Shibpore and a representative of another branch of their house.

—oo—

Such is the apathy of the Press in this country that nobody seemed to take notice of the transfer of Mr. Tweedie from Bankura to Krishnagore during the judicial murder of Rhidoy Patro though we noticed the fact at the time. May we inquire why was Mr. Tweedie transferred at all, and just at that time, and from the post of the Sessions Judge of Bankura to that of the Small Cause Court Judge of Naddia? Will the Government vouchsafe a reply? The question is of the gravest importance and one which affects the personal liberty of the subject most seriously. The question is, whether the judge was punished for acquitting a prisoner who was subsequently condemned by a higher authority. We do not say that the Judge was so punished and for the above reason, but the facts are before us and the facts irresistibly force a moral conviction that Mr. Tweedie was punished for acquitting Rhidoy Patro. We hope the powers that be will be kind enough to vouchsafe a reply, or the people will continue to entertain a most damaging notion of the morality of the Government for its vindictive and infamous conduct in connection with this affair. We demand a reply because we yet entertain a hope that the reason of the transfer of Mr. Tweedie may be something quite different from what we suspect and in that case it is but fair that the world and especially the officers placed in Mr. Tweedie's position should know the actual facts of the case. The notion, that Sessions Judges are punished for acquitting prisoners subsequently condemned by a higher authority, must jeopardize the lives and liberties of the subject, especially when no such punishment is accorded when an innocent man is punished whose innocense is subsequently established.

—ooo—

The following is said to be an extract from the speech which Sir Hurthur Aobhouse intends to deliver at the evening party which is proposed to be given in his honor.—

I must say something regarding the Act which was lately passed and which created some alarm amongst the Citizens. Need I say I allude to the Presidency Magistrate's Act? That Act has been misapprehended, misunderstood, and misrepresented, Firstly then that Act was but an act of Sir Stephen; and I had nothing to do with it. Secondly though I admit I did it, I did not do it alone. Mr. Hope did it as well. You know gentlemen, I tried to check his onslaught against the system of trial by jury. He said that the system was getting unpopular in England. Now this was going too far. I have frankly told Mr. Hope that we have no right to speak on such high subjects, for we don't shave His Royal Highness the Prince of Wales, and if we talk of the Imperial policy of the English nation, the people here will simply laugh at us. And lastly and thirdly I will whisper a word in thine ears, which please don't give out. Well, then [illegible] what shall I say? You know what S-h-a-m shams. The Legislative Council is a sham, and the members are all shams. We get our handsome pay and do what we are bid to do. Why do you then frown at us? We are all innocent fellows and so is Mr. Hope. We are paid for our work, and Western philosophy or practical philosopy, or positive philosophy demands that we should do for what we are paid to do.

But yet I am prepared to defend, nay stoutly to defend the Act from caluminators and insinuaters. The Act will secure to you despatch of business. That is the greatest need in India. You do not know what that means. You are always late in your memorials; you always come in the eleventh, twelveth, and thirteenth hour for your representations. Always do things speedily and ask the Government to do things speedily. I said always, no, not always. When you pray for entrance into the Civil Service, then don't be in a hurry, neither should you tease the Government with your importunities then. But wait patiently and despatch in such an occasion is out of the question. Then better wait till the 19th hour. But when a man is to be sent to the prison let him be sent at once. For know you that the only way of regenerating India is to send its inhabitants to Jail.

Then as to your insinuations that the Government is a wicked Government, the only thing that I can say is that ingratitude gives a deadlier wound than the sword. The interest of the Government is identical with that of the people. That being so, I can prove by the simple rules of Arithmetic that the increase of the power of the Government means the increase of the power of the people. This is the mahematical ground. Then take the legal ground. One of the queerest notions entertained by you is that the object of all laws is to tie the hands of the Government. The experience of the last 80 years should have taught you better. The object of laws in these countries is to set Government free to do whatever it pleases. Would you keep your maternal uncle, (I am now coming to the emotional ground) tied hand and foot that he may not have the liberty to do whatever he pleases? And the Government stands to you in the relation of maternal uncle. If the Empress is your mother, I repeat it the Government of India must be your maternal uncle. Now let me ask you in the name of every thing sacred, would you fetter the hands of your maternal uncle?

A film has now obscured your understanding, but twenty years hence when another step will be made towaads the goal we are advancing you will see things more clearly. We have not as yet arrived at the perfection of criminal laws, oh no, we are now only gathering pebbles. But wait, the millennium can't come at once. It must come slowly, naturally and imperceptably. It is a great advance from six months to two years rigorous imprisonment and twenty years hence, by the same computation you may have 8 years, and forty years hence 32 years. But yet you will be far from arriving at the goal. It is a great step, the enhancement of punishment on appeal, but how far is it yet from perfection! Then we shall approach the confines of perfeetion when we shall be able to enhance the punishment whether an appeal is made or not. It is a great blessing, the prosecution and punishment of one acquitted, but yet it falls far short of the ideal of criminal perfection. *That* is something like perfection, the prosecution and punishment of one not charged at all. We have only begun, and the end is at some distance yet. But rejoice the millennium is at hand.

The day is not far disatnt when this policy now begun will be consummated. ultimated, and perfected, and then you shall know how dearly your maternal uncle, whose interest is identical with that of yours, loves you. The Magistrates will then sit all over the land, solemnly to watch over your interests. You will be saved the trouble of dancing attendance at courts, the excruciating tortures of suspense, and the fees of the lawyers. There will be then perfection of despatch and economy. We will not need then a cumbrous High Court with highly paid Judges who are serious burdens to a poor people. The High Court Buildings might be utilized in converting them as barracks for the police, who will tenderly watch over your interests from the highest terraces in the land. The Magistrate can but try on an average 15 cases per diem now. But then they shall send 1500 a day to—prison.

—ooo—

FRESH TAXATION IN BENGAL.—So "my honorable friend Mr. Eden" is to raise 27 lacs and fifty thousand rupees in Bengal and this charge of raising money "could not be in better hands than in those" of the present Lieutenant Governor. By this expression Sir John Strachey evidently means that as Mr. Eden is a popular man, he will be able to raise the amount without creating much discontent. But what a task to a popular Governor! Mr. Eden then must begin his reign with new taxation. The *fiat* has gone forth, and be the consequence what it may, Mr. Eden must find the money even if it be at the sacrifice of his popularity and the only recompence available to a hardworking Governor of 60 millions of people, the good wishes and the approbation of the people under his charge.

Mr. Eden must not only find the funds but raise them under certain conditions. Any scheme for new taxation must of course first receive the sanction of the Supreme Government. He must avail himself as far as possible of existing modes of raising revenue and endeavour to extend and expand them, rather than have recourse to new and unfamiliar systems of taxation. He must carry all necessary measures without increasing the present establishments. And this is the charge laid upon the shoulder of the unfortunate Mr. Eden. Though Sir John Strachey does not mention it, yet he unmistakably leads the Lieutenant Governor to avail himself of the road cess to meet this demand of the Imperial Government.

The Finance Minister suggests that the Lieutenant Governor must raise a portion of the burden from the people who are primarily benefitted by the works, and a portion by fresh taxation from the province at large. Further on he says that although the amount to be raised is in itself considerable, the increase of taxation which it will involve will really be small when distributed over an enormous population. A statement of demands and collections of road-cess on lands and mines and on houses for the period ending 30th June 1876, shews that the cesses were collected from 25 districts of Bengal. The net amount collected was inclusive of arrears Rs. 11,18,553 from

total amount collected in the year 1875-76 was thus Rs. 12,13,125.

This Statement does not include the amount subsequently raised from the districts in which the valuations were made latterly. But the amount cannot be very large, for all the important districts came under the operation of the Act before 1876. In most of these districts the full rate was levied, and there cannot be any expansion of revenue in these districts without fresh legislation and taxation. The total amount expected from the road cess under existing legislation must fall far short of the fresh demand of the Imperial Government. But the present requirements of the districts swallow up the rates now raised, and Mr. Eden will have to raise an addtional sum of 27½ lacs. This can only be done by trebling the rates already levied. Is Mr. Eden prepared for it? Is Mr. Eden prepared to levy a rate of 5 or 6 pices, always bearing in mind that the brunt of this charge will fall almost entirely upon the poor people?

Then the Finance Minister seems to have forgotten one fact. Lord Lytton is not the man who is likely to break a pledge. But a bare perusal of the despatch of the Duke of Argyll will shew Sir John Strachey that His Grace pledged himself to these two conditions (1) to place the funds at the disposal of those who raised them and (2) to spend the money for their immediate benefit. With these two conditions clearly set forth in that celebrated despatch, the people of Barrisal will surely consider it a breach of the pledge if they are made to pay for the Orrissa canals. Neither is it possible to raise the entire amount from the districts primarily benefitted by the works for which this burden has been imposed upon us. Then there is another consideration. It will not be fair and just to tax the districts primarily benefitted equally. The Orrissa canals cost Rs. 1,65,75,664. The Hoogly canals cost Rs. 1,57,634. So the Orrissa canals cost hundred times more than the Hoogly canals. Will it be then fair to levy the rates equally over Hoogly and Orrissa?

The Districts primarily benefitted are Cuttack, Balasore, Pooree, Shahabad, Midnapore, Hoogly, Burdwan, Tirhoot, Pubna, Rungpore and Darjeeling By a stretch of authority a few other districts may be included in the category, but yet it will press unbearably upon the people, if these 27½ lacs are raisd from these Districts alone. What, if the people say that since they never desired the works nor were those works initiated at their suggestion, they are not bound to pay for them? So much is certain that the position of Mr. Eden is not at all enviable and he is surrounded by difficulties which to us appear well nigh unsurmountable. There is yet another way by which he can raise the amount. But will he have the courage to touch the pockets of those who have capacious throats, and when it is needful can utter the loudest howls? It is the weak Governor who oppresses the poor people, and it is the strong Governor who takes from those who are able to pay. We have not breathed a word as to the justice or injustice of the imposition, for it is utterly useless.

———ooo———

THE BATTLE FOR FAT EMPLOYMENTS.—The odds are however on one side, and it is said we have only a sorry pledge of the Government to take care of our interests. Neither can we entirely trust in the fidelity of this pledge. It is represented to us that it is a mass of flesh without a spark of life in it —a mass of words without meaning. It is utterly untrustworthy and will betray us at the last moment. The stronger party has likewise a pledge; besides they are the interpreters of all pledges and are themselves the judges in the case of Pledge *vs* Pledge. But we do not choose to rely entirely upon the pledge given to us; in fact our case does not at all depend upon the decision of the case of pledge *vs* pledge. We shall however give a short history of the pledges; and in doing so we shall follow in the wake of Lord Lytton. Lord Lytton is frank and scorns to screen himself behind meaningless words, or cover his weak points by a sanctimonious tone. Lord Lytton did not mince matters and we shall follow the example of his Lordship.

Lord Cornwallis excluded the natives of the soil from public service, and thus an effectual and thorough demarcation made between the governors and the governed. They lived apart, thought differently, and were as much strangers to each other as the inhabitants of two different worlds. The Sepoy war thus took the governors by surprise, for if the governors had but partially mixed with the natives, the fact of a wide-spread disaffection and combination, could not have been kept concealed from them as it was so effectually done. The governors well nigh lost the Empire and the [illegible] was vividly impressed on their minds that they had g[illegible] too far in alienating the people. It was then deem[illegible] absolutely necessary, for the danger was not then [illegible] to pacify the people by concessions, and among other things it was promised that the doors of the p[illegible]c service would be thrown open to the inhabitants [illegible] India. This concession was followed by the succ[illegible] of Satyendra Nath Tagore and this did not th[illegible] create much visible discontent. In an evil hour S[illegible] Stafford Northcote founded the State scholarships, and the foundation of these scholarships was followed by the success of several Indian youths.

The danger was then over, and a sense of security created something like a feeling of repentence for the boon granted. The facts which occasioned the concession were forgotten or indistinctly remembered, and now came the crushing conviction that in their hurry and thoughtlessness of the moment they had allowed the chance of the public service to be swamped by the natives. The State scholarships were immediately withdrawn and various plans were suggested and some of them adopted to exclude the natives from the competitive examination altogether. Of course there were reasons, given gravely for every retrograde act of the Government, but as they are mere pleas and meant to be understood as such we simply pass them by. The last act of the Government was to lower the age of the candidates still further, so there is now no hope whatever of Indian youths appearing in the competitive examination. That door has been effectually closed.

But in place of the State scholarships a system of nomination was promised. That was eight years ago. This system was not an adequate return for the boon which was once granted and then withdrawn. The Government did not pledge itself to make so many nominations every year, and that was a great advantage. Then it was in the power of the Government to select the nominees and thus by a bad selection bring the system altogether into disrepute. Such was the system granted in return to the one withdrawn. Neither was the system introduced; it was only promised to be introduced. But the State scholarships have been withdrawn long ago, and the doors of the competitive system closed against us long ago. And now after withdrawing the State scholarships and closing the doors of the competitive system, Lord Lytton comes to tell us, that the Government committed a mistake in pledging itself in this way, for they had already entered into a pledge with the competitionwallas, which is not compatible with the one given to the people of India. The Government is therefore in the condition of a man who had made two incompatible pledges, and knows not what to do under the circumstance.

The incompatibility consists in this. If you appoint an outsider in posts hitherto enjoyed by the civilians, you retard the promotion of a great many of them. The civilians grumbled when this system of nomination was promised and the various Governments were deeply engaged to devise a means by which the system could be introduced without rousing the ire of the civilians. Lord Northbrook failed to devise any means and it was left to Lord Lytton to make the experiment to gauge the civilian feeling on the subject. He gave only one appointment in one of the remotest Districts of India, and Gopal Row Hurry Desh Mookh was the fortunate recipient of the post. It was thought that as the people of India were getting impatient it was expedient that something at least should be given to them as an earnest for more in future. It was further thought that the civilians might allow the offer of a single post to a native without much grumbling. The fact is however, the civilians of Bombay are combining to assert their rights, and to demand the fulfilment of the pledge given to them.

Lord Lytton frankly admitted the difficulties of the Government and we have thanked his Lordship for this bold and honest frankness. But his Lordship argues altogether upon a wrong basis. It is not a case of Pledge *vs* Pledge, no, not at all. We do not at all depend upon the Pledge given to us by the Duke of Argyll for the protection of our rights. A system of nomination was promised when the State scholarships were withdrawn, and the doors of the competitive examination effectually closed against us. You now see that you cannot keep your engagement, on account of a previous one. If that be so give us back what you took from us. *That* is the only fair and honest course. For instance in the fulness of your heart you generously give a rupee to a man. Sometime after you think it expedient to take back that rupee and you snatch it from him by force. You have a character to maintain and you offer some excuses for this act, and after profuse expressions of regret, you promise him a dozen of glass beads in recompence of the rupee. You thus *pocket* the rupee and only *promise* a dozen of glass beads in return. Time rolls on and the man teases you with his importunities. You at last come and frankly tell him that the glass beads you promised could not be given to him and that you were very sorry for it. Under the circumstances if you wish to maintain your character for an honorable man, and if it is mipossible for you to part with the glass beads, you must return back the rupee at once.

A pledge was given by the Queen to admit equally all classes of the people to the Civil Service and *that* pledge is not incompatible with the one given to the civil servants. You fabricate a pledge subsequently and raise difficulties all around you of your own accord. Re-establish the State-scholarships and raise the age of the candidates for the Civil Service and we shall be satisfied, the pledge of the English nation will be kept, and no pledge broken. But you keep the rupee in your strong box and rend the skies with your lamentation for your inability to fulfil a pledge so solemnly given—a pledge of your own creation.

But Lord Lytton yet entertains the hope of making both ends meet.. He has a scheme of his own and which he hopes will give satisf[illegible]

Lord Northbrook had a scheme of his own and he pondered for four years upon the subject and completed it. Now comes his successor who says that Lord Northbrook's scheme won't do and he is after another. Of course it will take some time to mature the plan of his Lordship. In the meantime a successor may come and mete the same measure to the scheme of Lord Lytton as his Lordship did to that of his predecessor. Thus the hopes entertained by his Lordship do not raise any hopes in our mind. It would seem as if the Government were killing time in the hope that something may turn up in future.

Lord Lytton has already given an outline of his scheme. His Lordship says that the natives are fit for some posts—, and they are not unimportant—, and unfit for others. We must reserve those posts which the natives are competent to occupy for them and give an intimation to that effect to those who appear as candidates in the civil service examination. This, Lord Lytton thinks, will please all parties. We doubt not the scheme will do very well for the existing civilians, but can that be said of the natives? Lord Lytton thus begins from the very begining. It will take some years to mature the plan; it will take many more years to carry it out. So long we must wait patiently, though, if the boon which was granted and withdrawn had been continued to us, we might have filled by this time many many posts. Then Lord Lytton goes a step further than the Duke of Argyll himself. The Duke promised a system of nomination, Lord Lytton now promises what may be called a double system of nomination. According to the scheme of Lord Lytton not only the recipients of the posts but the posts also will be selected by Government!

Lord Lytton assumes that the people of India are unfit to hold certain posts and will always remain so. This is an assumption and must be taken at what it is worth. They were never tested and found wanting. To charge a nation with incapacity without giving them a fair trial is not fair. Whenever a fair chance was given they gave satisfaction and this fact is a strong point in their favor. The Governor-General must entertain a poor opinion of the people if he thinks that it is for some fat employments that the people of India are hankering. We are not silly enough to believe that the enjoyment of fat pay by a dozen of people will regenerate India. What we want is to take a share in the Government of the country. We want to make ourselves men, so that at future time we can make us a nation.

Let our Rulers bear this in mind. The Greeks, the Romans, and the Mahamedans in different stages of the History of the world conquered vast nations and empires. What nation did so ostracize a subject people from the public service of their own land? Some other modern nations hold foreign possessions, who else except the English in India have so thoroughly excluded the subjects from the service of their own country? Are not the Turks themselves better masters in this respect than our rulers? Are not the Servians and Montegenerians far better off than we are? Are they not practically independent, and very title interfered with by their masters in their own affairs? Lord Salisbury must have laughed in his sleeves when he solemnly adjured the Turks to govern their subjects better, for he knew of all men that the Christian population under the Turks fared better in many respects than the Hindoos did under the English. Are not the other subject nations of England better treated? It is only in the case of India that we hear of incompatible pledges, incapacity, &c., &c., &c.,

———ooo———

MR. THOMAS AGAIN.—Mr. Thomas of Madras has taken furlough and reached Madras to take his passage home. His arrival at Madras was followed by the following supplementary petition from the inhabitants of the village of Vullum, Tanjore district, to His Grace the Duke of Buckingham:—

Most respectfully and humbly sheweth,

That the Collector Mr. Thomas has come to Madras on Saturday with a view to proceed home on furlough. We most respectfully pray that he may be called upon to submit his explanation both on our telegram and petition, dated 27th February 1877 before he leaves Madras, particularly regarding the use of abusive language on several occasions, leaving us to prove other matters before the officer to be deputed. This humble request is made to avoid any unforeseen delay in the disposal of our disastrous case.

Before we proceed to the original petition we must introduce Mr. Thomas to our readers. He is fortunately known in most parts of India and especially to our readers. He is no other than the Mr. Thomas of the Sunnyasee-burial-case. He is no other than the Mr. Thomas of C. Naryana Swami Aiyar, the moonsiff whose counsel he assaulted. He is the same man who entertains the charitable opinion that all moonsiffs in India are corrupt. We shall now present him to our readers in another character—as a man of science. He is a devoted pisciculturist and we shall see how his passion for the science led to a very serious result. But let those who were affected by it speak for themselves. We make extracts from the *Madrassee*:—

That in the aforesaid village of Vullum, there is the only principal Tank known by the name of Arianamkolam, mother tank, which was but recently thoroughly repaired and cleansed at a cost of Rupees 1,000 [illegible]

ment. In proximity to this tank, there is a hill whose rainwater is known for upwards of a century, as the chief source of supply not only to the said big tank, but also of 5 other smaller tanks and four fresh-water wells, which are mainly fed by a channel which draws its supply mainly from the oozings of the big tank aforesaid. These tanks and wells are, therefore solely dependent on the fall of rain; and on them the inhabitants entirely depend for Nunjah irrigational, drinking and bathing purposes and for the use of their cattle.

The Collector Mr. Thomas, has devoted the said big tank to his pleasure aad amusement and has, with this object, introduced into it, a particular species of fish for propagation. Last year the Collector, not only shut up the sluice of the supply channel by which the rain water from the adjacent hill found its way to the said tank, but also he raised and strengthened the embankments to prevent water running into the tank by overflowing or even through percolation. Hence the partial failure of water supply in the other tanks and consequent distress and water-famine among the ryots for irrigation and other purposes.

So a famine is not only brought about by a high land settlement, but also by men of science devoted to the propagation of fishes. Then followed petitions and recriminations, prosecutions, fines and dismissals. But let the petitioners say their own say:—

"Unable any longer to endure the distress to which we were subjected. and with the object of getting it, partially at least mitigated, we waited upon the Collector Mr. Thomas, and requested him to throw open the sluice. The Collector replied. "*We shall not order the sluice to be opened. The water that may percolate through the embankment will be enough;*" and so saying, destroyed the Petition presented to him. We thereupon addressed Mahazers and Petitions to the Board of Revenue and to Government respectively in the months of July and August last. Some time later, the Collector rode along the Agrahrrum and Mahomedon streets and, with a wrathful countenance to the great consternation of the inhabitants exclaimed in Tamil, in the presence of a large number assembled, (*we shall burn down the Ryots of this Vullum villnge*). To add to these miseries, he strictly directed the Police to prosecute the villagers for nuisance and ordered the Town Magistrate to visit these cases with severe penalties.

Among the 6,000 villages in this District, there is not even in a single village an instance of such nuisance cases being so severely dealt with; but in our village the Collector, unusually indeed, now visits every street and lane; and wherever he happens te see evacuations of stray cattle, bullocks and dogs, he at once directs the Police to prosecute the owners of the houses, in whose neighbourhood such evacuations may be found; and the parties are invariably fined in every case to the amount averaging from 1 to 7 Rupees;—certainly a very heavy fine to screw out in these famine-stricken times; and the fines *realized* alone in 2 months, amount nearly to Rupees 500. In direct contravention of the repeated instructions and warnings issued from time to time to the Subordinate Magistracy by the preceding District Magistrates and Collectors that nuisance cases ought not to be severely dealt with, Mr. Thomas, we hear, fined the Magistrate of Vullum Town Rupees 10 last month for dealing leniently with nuisance cases. We also learn from a letter which we beg herein to enclose for the information of your Grace's Government, that the said Magistrate of Vullum was, on the 22nd instant, transferred to another division and the Village Magistrate was dismissed the service under unknown pretexts.

On the 26th ultimo, we presented a Mahazer to the Collector Mr. Thomas, and requested him not to treat nuisance cases so severely. He refused to receive the same, sneered at us and—quite ungentlemanly—exclaimed, *Be off you dogs, be off you dogs, and ordered the Police Peons to drive us away.* On the following day, however, we forwarded the same Petition to his address posted and registered; and, as we were waiting on the 29th idem for a reply, the Collector in his office and in the presence of all officials publicly said, *were not thunder bolts hurled on the inhabitants of Vullum?* 1/

His Excellency the Governor was then moved by petitions and telegrams. The result was that an inquiry was set on foot to ascertain who were the parties who had signed the petition with a view to bring them to punishment! The petitioners continue:—

Impressed fully with the belief that no redress can reasonably bo expected from the Local authorities with regard to the water supply to the tanks and the nuisance cases, we sent in a Telegram prepaid for a reply to the address of His Grace the Governor on the 2nd instant. His Grace has been graciously pleased on the following day to inform us in reply that, our complaint "should have been addressed to the Governor through the Collector, who would then have sent it with all particulars," and that the Telegram had been referred to the Collector for report.

The inhabitants in a body addressed two Mahazers, dated 7th and 9th instant respectively to your Grace's Government and to the Collector, requesting that the sluice might be ordered to be opened and the enormous fines levied in nuisance cases to be refunded. The Collector has arranged with the assistant Collector to conduct an enquiry into the matters complained in the Mahazer. We are afraid that the Assistant Collector is entirely prejudiced and guided by Mr. Thomas. Hence he would merely be the *alter ego* of the Collector himself. These gentlemen now try to find out such persons whose names correspond with those signed in the Mahazer. From these, they take down depositions to the effect that they did not sign the Mahazer and take down in them whatever they please, irrespective of time and place. As to the truth of this, we humbly beg to refer your Grace's Government to the said letter enclosed.

Besides being a pisciculturist, he was an agriculturist and fond of English vegetables. The petitioners further allege that he is likewise fond of increasing his own comfort at the cost of those who are subordinate to him:—

Close to the eastern bank of the said big mother tank, there is a good Bungalow belonging to the Abkary contractor of this District, which the Collector occupies and to which the contractor was pressed by the Collector to make additions and improvements at an enormous cost to the owner. The Bungalow besides has an extensive compound, in which the Collector has been raising English and Indian vegetables for his use; and has put up a piquota or machine to raise water to his garden. If water were thus raised, the small quantity that would remain in the tank would soon be exhausted, and the inevitable consequence would be a great distress to the inhabitants. Further, the tank bank has been lately encroached upon. If the head officers themselves of a District, whose duty is to protect the interests of the subjects committed to their impossible for them to obtain redress of their grievances in their hands.

Whether His Grace the Duke, the Governor of Madras, did arrest him there at Madras and compel him to furnish an explanation we do not know. The probability is that he has by this time left India to the regret of those who are fond of sensational stories. The moral we draw from the above story is an important one. A good system of canals, roads, and railways and a light land settlement may mitigate famines, but the Government never suspected that there was another cause at work which brought about failure of crops and distress. The Government must also protect the people from agriculturists and men of science This is an important fact for Sir Richard Temple. The long and short of the story is this. There was a fine bungalow on the bank of the tank belonging to the abkary contractor. As the abkary contractor is his subordinate, Mr. Thomas found it very convenient and cheap to occupy it. He raised English vegetables in the compound and amused himself by propagating fishes. In short, he took possession of the entire tank and found himself very comfortable. But the people grumbled as they saw that the water of the tank was very necessary for their existence and this disturbed him very much. He tore the petitions, fined the people, hurled thunders upon their heads, and called them dogs. To us the above story has given some consolation. It is indeed consoling to find that justice is administered by the Magistrates all over India equally. And hence nobody has a right to complain.

SCRAPS AND COMMENTS.

The *Neilgherry Courier* gives the following account of an amusing occurrence that took place the other day at Wellington. Two soldiers of the depot went to a native village, and being in a state of semi-intoxication, made themselves generally disagreeable to the inhabitants. The Monegar of the village—a Toda—is a man of good physique, and one who has evidently never been convinced that the British soldier is invincible. He seized both of the unwelcome intruders, clasping each of them round the waist, and dragged them off to the barracks, where their arrival was hailed with considerable amusement. Thus the British Army has sustained a severe defeat at Wellington.

The London correspondent of a contemporary writes about another adventure of Col. Valentine Baker:—

I mentioned some little time ago, that there had been a commotion in consequence of alleged attempts to an English legion for service in Turkey. The War Office is now, I hear, in a state of excitement over the artful devices of Mr. Valentine Baker, who, in his recent visit to England, availed himself of sources of information placed at his disposal by the War Office to seduce a number of English militia and volunteer officers from their allegiance to her Brittanic Majesty by officers of high and lucrative appointments in the service of the Sultan. The consequence is that resignations and announcements of probable resignations have been pouring in thickly; and I have been assured on very good authority, that in the event of war with Russia. the Ottoman army will have a sudden influx of something like three hundred English officers into its ranks. The War Office is not pleased at this successful result of Mr. Baker's persuasive eloquence, and in fact thinks it has been rather unfairly treated by that dashing ex-eavalry officer.

In connecxion with the Queen's speech the same correspondent says:—

I should say that Anglo-Indians here are very indignant that not the allusion was made to the great cyclone of last October, the most awful and appalling disaster of its kind which the world has ever seen. In a single nighi nearly a qusrter of a million of Her Majesty's subjects wore destroyed, and the fact is not though worth mentioning in the Royal Address to the two Houses of Parliament. Mr. Grant Duff called the attention of the Chancellor of the Exchequer to the omission on Friday and the Chancelloa of the Exchequer made the lame excuse that Lord Salisbury was not able to atteud the Cabinet before the Queen's speech was finally settled, and therefore the matter was not attended to. Yet he went on to describe it as "this terrible calamity of which it is impossible to speak with too much gravity or too much sympathy. It is perfectly true that the calamity is one which I believe is altogether unparalleled in the history of the world. Of all the famous catastrophes, including the famous earthquake which took place in the last century in Lisbon, there is notning to compare with this fearful disaster.

Yet, though it happened not three months ago, it had quite passed out of the memory of the framers of Her Majesty's speech—out of the memory of the very statesman who had created the Empress of India.

Mr. Cobden, in his famous pamphlet on Russia, Turkey, and England, which was written forty years ago, thus described the Turks of the present time:—

The Turks, a race of the Tartars of Asia, conquered Constantinople in 1453. In the succeeding century. this people struck terror into all Europe by their conquests. They subdued Egypt, the Barbary states, and all the Arabian coasts on the Red Sea. In Europe they conquered the Crimea and the countries along the Denube; they overran Hungary and Transylvania, and repeatedly laid siege to Vienna At sea, notwithstanding the gallant resistance of the Venetians, they subdued Rhodes, Cyprus, and all the Greek islands. Down to our own time the Turks governed a territory so vast and fertile that, in ancient ages, it comprised. Egypt, Phoenicia, Syria. Greece Carthage, Thrace, Portus, Bythynia, Cappadocia, Epirus, and Armenia, besides other less renowned empires. From three of these states went forth, at various epchs, conquerors who vanquished and subjected the then entire known world.

A bill incorporating a company for the purpose of laying a telegraphic cable between Baltimore and

Dr. Rudolf Meyer, a Berlin journalist, has been sentenced to nine months' imprisonment for having libelled Prince Bismarck in an article written by him in the *Social Political Correspondence.* The article made the same charge against the Chancellor as the *Golos* lately made against Lord Beaconsfield, that of having profited by his political position to make money in transactions on the Bourse.

The present Persian Embassy to Burmah appears to be the consequence of a former visit paid to that country by some Persian travellers, who were so hospitably entertained by the King of Ava that they are naturally anxious to renew the acquaintances:—

The principal of these is an officer who went the round of the native states of India some three years ago. With considerable gifts, it is said, of shawls and money from Cashmere. and a necklace of jewels from Puttiala; he found his way to Calcutta, and thence took ship to Rangoon. Persian merchants seem to be not uncommon in Rangoon, and an introduction to the Burmese representative was obtained without much difficulty, the result of which, after a few visits, was that a journey to Ava was determined upon. The King was duly prepared to receive his foreign visitor, who brought with him such presents as he could purchase in Rangoon, consisting chiefly, it is said, of coloured wax candles, and had the satisfaction of laying them at the monarch's feet in his capital. Interpreters were found in fugitive Persians, slaves of the palace, and the Court of Ava soon became impressed with the advantages which must attend an embassy, accompanied by suitable offerings, to the courts of Teheran and St. Petersburg. The only difficulty was to find a man to carry the King's presents. His guest pleaded official engagements, but proposed one of his followers, a man versed in the Russian, Persian, and English languages. Certain valuable gifts, and the post of Court Interpreter on five hundred rupees a month, were the first fruits of the royal favour for this fortunate personage; and not long after, he set out, with four Burmese emissaries, to convey the King's bounty to the Shah of Persia and the Emperor of Russia. A lakh and a half of rubies gold, and silks is said to have been the portion of the Shah, and a lakh was intended for the Czar. Due intimation was given of the departnre of the embassy, and on their reaching the Persian coast, the Consul-General of the Persian Gulf was ready with a salute of twenty-one guns. By way of Shiraz the embassy proceeded to Teheran, where after an interview with Mirza Muhammad Husin Khan, the Prime Minister of Persia, and now the Minister for Foreign Affairs, the emissaries were introduced into the presence of the Shah, and the gifts were duly presented. After some months of the royal hospitality, the Czar's portion of the good things was forwarded *via* Tiflis to St. Petersburg, and the interpreter, with the emissaries, got leave to return to Ava. Meanwhile, the original visitor, who, since the investiture of his attendant with the ambassadorial character, had found himself rather eclipsed, seeing nothing more to be done in Ava, took his leave of the King, and with presents valued at five thousand rupees, and a ring and sward-belt bestowed as personal marks of the royal favour, returned to India with every reason to be satisfied with his excursion. It does not seem to be quite clear whether his movements were guided purely by his own intelligence, or were regulated by higher official or demi-official authority. The immediate occasion of the present embassy appears to be a likeness of the Shah, which the Persian Council at Bombay, Mirza Fazlullah Khan, has been instructed to convey to the King of Ava.

Such amicable relations between Eastern potentates are no doubt highly gratifying and likely to be productive of very great results.

Here is the true story about Captain the Hon. A. C. Hobart better known as Hobart Pasha:—

In 1868 the Turkish Government requested the British Government to send them a naval officer of rank to organise their Navy; and the Foreign Office granting the permission, the Admiralty was worked to find an Admiral willing to go. There was little difficulty in finding one, the promised salary being something like £7,000 per annum, and there was any amount of scrambling for the prize. Their Lordships took such a long time considering the claims of the numerous applicants, that the Turks became tired of waiting, and they accepted the services of Captain Hobart. The authorities at Whitehall selected Admirial Sir Williame Wiseman, Bart, K. C. B., who conducted the naval operations in the last New Zealand War and informed the Turks of their choice. The latter declined the offer "with thanks" being already suited. Their Lordships, in great anger, at lossing such a piece of patronage, ordered Captain Hobart home, and declared they should erase his name from the Navy List if he did not obey them. Naturally enough that gallant officer did not see why he should give precedence to Sir William Wiseman and he refused point-blank to return to England. His name was therefore struck out of the Navy-List. Three years ago the injustice was recognised, and Captain Hobart's name was replaced on the Retired List and as he served with distinction in the Russian War, it seems very unfair to deprive him of his retired pay, which amounts to rather less than £500 per annum.

Mr. Guilford Onslow has just received the following letter from the Tichborne claimant dated from Dartmoor Convict Prison:—

"Dear Onslow,—I forgot to mention to you when here that I had received an answer of 'no sufficient ground' to my petition, or rather that part of it referring to my release, but to the body of it they have taken no notice. Don't forgot to urge what I asked as soon after the 8th as possible. I am sorry to hear the motion in Chambers was lost; let me know if it will be brought before a higher court; not that I anticipate any other result than [illegible] they are afraid of that which they themselves have by their unfairness caused, and cannot quell, in the case. When I think of my poor children I only say, '*Dieu defend le droit*,' which I feel sure [illegible] Please write to my wife and convey my love [illegible] and to my poor dear children, and my regards and thanks to my poor dear childre[illegible] and my regards and thanks to my kind friends in the neighbourhood, and [illegible]s for the latter. Please to tell my wife I am so sorry for having [illegible] take. I ought to [illegible] other usurping [illegible] will act in obedience to the [illegible] to her and my dear little [illegible] ber me to her mother and [illegible] my Agnes's god[illegible] was named after, and not after my brother's wife as stated by a certain judge.

I regret to to say I suffer very much from nightly attacks of papitation of the heart, but I suppose there is no danger from them, as the doctor took no notice when I complained of them, although I have great difficulty in recovering

"Atlas" in the *World* contradicts the report that the Prince of Wales will pay a visit to the Australian Colonies this year, the reason being that it would be impossible for him to see all that he would wish to see and return in time for the opening of the Paris Exhibition on the Ist of May next year, in which the Prince, as President of the British Commission, takes much interest. There is but little doubt, however, that the Prince has made up his mind to visit the colonies, if possible; but all the details of the journey, as well as its probable cost, have still to be gone into.

John Bright is a sincere hater of capital punishment, and does not care to conceal his views on the subject. The *Jewish World*, the organ, we believe, of English Jews, has been protesting against capital punishment, and Mr. Bright writing to it says:—"I wish our professed Christian writers were as Christian as you are on this subject. The hangings of the past few weeks have been shocking to me, and I marvel at the insensibility of my countrymen."

A Chinese hell is as horrible as that of the Christians. A contemporary quotes from the *Shanghai Courier* a specimen of what the Celestials expect, who show no respect for written or printed paper, throw down dirt or rubbish near Pagodas or Temples, or eat beef. We will take the sixth Court:—

This Court is situated at the bottom of the great ocean north of the Wuchiao rock. It is a vast noisy Gehenna, many leagues in extent, and around it are sixteen wards. In the first ward the souls are made to kneel for long periods on iron shot. In the second they are placed up to their necks in filth. In the third they are pounded till the blood runs out. In the fourth their mouths are opened with iron pincers and filled full of needles. In the fifth they are bitten by rats. In the sixth they are enclosed in a net of thorns and nipped by locusts. In the seventh they are crushed to jelly. In the eighth their skin is lacrated and they are beaten on the raw. In the ninth their mouths are filled with fire. In the tenth they are licked by flames. In the eleventh they are subjected to noisome smells. In the twelfth they are butted by oxen and trampled on by horses. In the thirteenth their hearts are scratched. In the fourteenth their heads are rubbed till their skulls come off. In the fifteenth they are chopped in two at the waist. In the sixteenth their skin is taken off and rolled up into pills.

But in spite of this horrid description of future life for a sinner, the Chinadom, like the Christendom, is none the better.

The Krishnagore correspondent of the *Statesman* writes to that Journal:—

A memorial drawn up by the Indian League, on the subject of the appointment of Native Judges, is in course of circulation here for signature, with a view to its being submitted to His Excellency the Viceroy and Governor-General of India. More than 1,000 signtaures have been obtained, and the Krishnaghar public has heartily joined the League in this movement.

The following is the text of a letter written by Midhat Pasha to the Sultan in consequence, as it is said, of the repeated refusals of His Majesty to accept certain change among the high officials of the place which had been proposed by the Grand Vizier. This document is thought to have had no small share in the dismissal of its author from the important office he then enjoyed:—

"Your Majesty—Our object in proclaiming the constitution was to end the despotism of the palace, to point out your duties to you, to learn our own, to establish complete equality between Christians and Musulmans and to work seriously for the regeneration of the country. During the last thirty years we have published hatas and firmans enough. The appearance of these decrees has always coincided with the development of some serious political event. But as soon as the danger had passed away, we forgot why these decrees were made public. Do not suppose that we promulgated the Constitution merely to close the Eastern Question. I referred to duties. In the first place, it behoves your imperial person to know those incumbent upon you, in order that those who have assumed the responsibility of government may be able to act. Then we, your Ministers, should know ours. I mean that we ought to abandon the system of dissimulation and flattery which has prevailed in our country for four hundred years. I respect your imperial person and your family, but I cannot make of this feeling an instrument against the interests of my country. My responsibility is great; above all, I fear what I incur towards my conscience, which demands that I should work for the good of my native land. I also dread that power which may call me to account for my acts. Do not misinterpret the sense of my words. I fear the reproach of my conscience and of the Ottoman nation. Beyond that I care for nothing. The Ottomans have their duties. They have recognised and accomplished them. We must imitate them. We are, above all, a Constitutional Government. Do you know the meaning of the Constitution? He who produces a thing should know what it signifies. I insist no further on this subject. I am aware of the importance of the post which you have confided to me. An Ottoman myself, and occupying a high position amongst my fellow-countrymen, I have a double duty to fulfil. I must know my duties as an official as well as that an Ottoman. A Turk who neglects his duty towards his country is responsible towards his conscience; only a Grand Vizier is answerable towards both his conscience and his country. What I am proud of is that I have nothing to reproach myself with before my conscience. I am anxious to be as proud before my country. For the last nine days you persist in not accepting what I submitted to you. In other words you refuse to give the workman the tools he requires. I cannot work without implements. Those of which I dispose at present are rather made to destroy than to rebuild the empire. I therefore beg of you to entrust somebody else with the functions you have confided to me.—Midhat."

It is believed that in dismissing Midhat Pasha the Sultan has committed a sin for which he will have seriously to regret some day or other.

The following is an abstract of the Financial Statement made by the Honorable Sir John Strachey, K. C. S. I. Thursday last in the Viceregal Council:—

Accounts, 1875-76: Revenue £52,515,789; Expenditure, £55,117,536, of which £595,779 for famine relief, and £4,270,629 for Public Works Extraordinary: Deficit, £2,601,747: Surplus, excluding Public Works Extraordinary, but not famine, £1,668,882.

Regular Estimates, 1877-77: Revenue, £51,206,700: Expenditure, £57,285,000, of which £3,8000,000 for Public Works Extraordinary: Deficit, £6,078,300, or, excluding Public Works Extraordinary, £2,278,300: Estimated cost of Famine, including loss of Revenue, £3,100,000: Surplus on Ordinary Account, Excluding Famine, £624,800.

Budget Estimates, 1877-78: Revenue, £52,192,700; Expenditure, £56,442,400, of which for Public Works extraordinary, £3,628,000: Deficit, £4,249,700, reduced to £621,700 if Extraordinary Works be excluded. Estimited cost of Famine, £2,150,000, making £5,250,000 in the two years. Surplus on ordinary account, excluding famine, £928,300.

Not Ammount borrowed in 1876-77, £3,724,000.

Loans in 1877-78, £6,500,000, of which £250,000 from Sindhia for Gwalior Railway: of the remaining £6,250,000, the Government of India proposes to raise £2,500,000, in India. Government of India is not authorized to pledge the Secretary of State as to loans in England, but will recommend him to ask Parliament for power to borrow £3,750,000 in England.

No fresh Imperial taxation; but Bengal and the North-Western Provinces required to guarantee £375,000 interest on money spent on Canals and local Railways which are made over to Provincial management, and for maintenance and completion of which provincial responsibility will be enforced. This will necessitate fresh Provincial taxation, the maximum amount of which is estimated at £325,000 of which £275,000 in Bengal and £50,000 in North-Western Provinces. Measnres for raising amount in Bengal not yet actually settled, but extention of existing system of Provincial taxation proposed, and no tax of novel character. For North-Western Provinces light license tax on trades; and authority given to assign for canals and railways ten per cent. of existing local rates. Large extension in Bengal, North-Western Provinces, and Oudh of system inaugurated by Lord Mayo of making over revenues and expenditure to Provincial uses and management: further development promised in other Provinces hereafter.

Programme for the future: unremunerative public works and famine to be classed as ordinary and provided from revenue; special measures for meeting famine charges under consideration; abolition of Inland Customs Lines and Sugar duties; equalisation and reduction of Salt duties; Government pledged to abolish import duties on Cotton goods with least possible delay. All measures of fiscal relief postpond this year on account of famine. Financial position considered satisfactory and future promising.

Estimated bills upon India in 1877-78, Rs. 13,85,00,000. Present intention of Secretary of State to sell bills for 26½ lakhs a week during April and May.

Estimated Balances at credit of Government of India: at end of 1876-77, £11,539,700; at end of 1877-78, £12,500,000.

The Amir of Cabul is said to be energetically sending his troops forward towards his frontier, and instructing his Governors to keep a vigilant look-out, and also to enrol fresh recruites to the fullest extent of their power.

It is stated in the *Civil and Military Gazette* that:—

The Akhund of Swat has proclaimed a *jehad*, inciting his subjects to a hearty co-operation with the Amir of Cabul whatever may befall. Sick and weakly as the Akhund is, he is unable to retrain himself and remain quiet in these exciting times, but is ever busying himself with politics. The *jehad* engrosses him entirely. The roads in Swat are not available or safe for traffic, greatly inconveniencing the people.

In one hundred years the United States of America have increased in population from 2,750,000 to 44675,000, 6,000,000 are agriculturalists, 1,200.000 tradesmen exclusive of 2,700,000 proprietors of mines and manufactures, 2,600,000 professionals sub-divided into 43,000 clergymen, 40,000 lawyers, 60,000 doctors, 126,823 schoolmasters and mistresses, 5,200 journalists, 2,000 actors, 2,000,000 labourers and domestics. There are 74,638 miles of open Railway, 80,000 miles of telegraph wire, and 6,000 newspapers and periodicals. The area of land has reached 3,603,844 square miles and the annual value of manufactures is set down at 4,200,000,000 dollars. These figures are interesting, and show what the Teuton can do.

Since the return of Captain Nares from his Arctic expedition, and the announcement of his belief that an open Polar sea does not exist, others who heretofore believed that such a sea could be found, are discussing the most economical and practicable mode of continuing explorations. More than 250 expeditions, at a total cost of at least £25,000,000 and hundreds of lives, have already been sent into the Arctic waters. Of plans which have lately been proposed, the colonization scheme is generally accepted as the best. Robert Seyboth, of Wilmington, N. C., who was two years with Dr. Hayes, has written a letter on the subject to a gentleman in this city. He has not the slightest doubt that if well-selected and resolute men could acclimate themselves to polar weather, the greatest difficulty in the way of a solution of the problem would be overcome. He is further of opinion that if men were to eat plentifully of seal, walrus, bear, and even whale meat, scurvy, the great enemy of explorers, would be avoided. The scheme, says the letter, in conclusion, "would strike at the root of former failures in Arctic explorations, for it substitutes the steady conquest step by step, in place of the spasmodic and unsustained efforts hitherto made at the sacrifice of untold treasure and the loss of great and noble lives.

From sources of information on which the Lahore paper can thoroughly rely, it says:—

There can be no question but that the negotiations have been carried on at Peshawur between the Cabul Envoys and ourselves have failed. The British Envoy at Cabul, who has been at Peshwur, will no longer represent us at that Court, and the present position of affairs points to graver complications than have previously arisen. We also regret to learn the probable failure of arrangement with the Kohat Pass Afridis. Altogether the State of the Frontier must be regarded as affording little prospect of quiet times. Both the Amir of Cabul and the Akhund of Swat have been and are active in appealing to the fanaticism of their subjects; there is evidance of unison of action, and an understanding between them, and there is visible a ferment of agitation all along the line which can hardly fail to break out in violence for which it is necessary that we should stand prepared.

But which to believe, the statement of the Lahore Paper, or the *Englishman* which assures us that the frontier affairs have been satisfactorily settled.

The following peice of Cabul news has been published in the *Civil and Military Gazette*:—

Owing to the great delay which Sayad Nur Mahomed Khan has made at Peshawur, and the ambiguous answers which the minister has sent in reply to the urgent letters of the Amir, some of the Sirdars of the Court are disappointed of the result of the Conference coming out in accordance to their expectations.

These men often quote the proverb—

"The delay defeats the object in view."

Notwithstanding the agitation of mind which the Amir feels in expectation of the result, he tries his best to soothe the apprehensions of his courtiers by telling them that the English Government decide all matters, though they be of no importance, after a considerable space of time; and since the present matter is a serious one, having connection with the present matter question, it is not an astonishing thing to see the length of time it would take for its coming to a conclusion.

The Turkish Parliament open ed to-day (19th March) The speech from the throne admits that the gradual decline of the Empire is owing to a disregard of justice and the want of respect for the laws. Heavy armaments, it states, have exhausted the Treasury, and the reduction in the interest on Turkish stock has injured the country's credit. It is now proposed to offer to creditors a solid guarantee. The speech dwells on the reforms promised, and trusts that the issue of the negotiations with Montenegro may be peaceful.

It is with much pleasure that we quote the following from the *Academy* of London dated the 24th ultimo:—

"Ram Das Sen, whose essays on some of the principal facts of India have excited great interest among sanskrit Scholars, has just pnblished a second volume, called Historical Essays (Aitihasika Rohosaya.) They treat on various subjects, the most important being, "The Vedas," "Buddhism," "The Pali Language and Literature" "The Indian stage" &c., An English translation of these Essays, or of a selection from them, would be welcomed by all friends of Oriental literature."

Many of our readers will be glad to learn that the third part of Babu Ramdass Sen's work is in the course of preparation.

A correspondent informs us that the man who touched the Judge of Burdwan with a razor concealed in his person turned to be a lunatic. He was sent by Mr. A. Barooah Assistant Magistrate of that District, to the Civil Surgeon for examination. The Civil Surgeon certified him to be insane. He was therefore let off by Mr. Barooah.

A cabinet Council was held yesterday (March 13th) to consider the fresh proposal made by Russia. Russia proposes that if the Powers will agree to sign a protocol, urging upon the Porte the acceptance of the original programme presented at the conference, she will act with them, and demobilize her forces. Lord Derby has promised an early statement concerning the decision arrived at by the Cabinet.

The Porte has rejected the conditions of peace proposed by Montenegro, which comprise a cession of territory and a seaport on the Adriatic.

General Ignatieff has arrived from Paris. It is generally reported that England has accepted the principle of the Protocol paesented by Russia, but with the introduction of certain amendments by which phrases which find (bind?) our future action are avoided.

In the House of Commons last night (16th March) Sir Stafford Northcote, replying to Lord Hartington, said the report that England had accepted the principle of the Russian protocol but with certain amendments was true, and that Count Schouvaloff had received amendments *ad refe endum*, and now awaits instructions from his Government.

General Ignatieff is the guest of Lord Salisbury at his Country residence at Hatfield.

The special delegates sent by Montenegro to arrange terms of peace with the Porte now await instructions from their Government.

Warlike preparations are being made at Erzeroum, Kars and Batoun by the Turks, who have also placed strong garrisons along the Russian Frontier. Vengeful fighting has renewed in Bosnia.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2 Ananda Chatterjee's Lane, Baghazar, Calcutta.*

তাহার শতকরা দশটাকা হিসাবে ষ্টেটের উন্নতির জন্যে ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। ষ্টেটের স্বার্থ রক্ষার জন্যে ইহার অতিরিক্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ও বোর্ডের অনুমতি লইয়া ব্যয় করা যাইতে পারিবে। প্রকৃতপক্ষে যদি সম্পত্তির উন্নতি হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যয় দ্বারা নাবালকদিগের প্রভুত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত প্রায়ই তাহা হয় না। গবর্ণমেণ্ট নাবালকদিগের জমিদারীর উন্নতির জন্য ভুমি সম্পত্তি ক্রয় করেন না। সাধারণের হিতকর কার্য্য রাস্তা, পুষ্করিণী, জলসেচ ইত্যাদি করিয়া থাকেন। কোন ষ্টেটে টাকা সঞ্চিত হইতে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কৌশল বিরুদ্ধ। যে সে রকমে রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে, খালের মধ্যে অপগণ্ড বালকের অর্থ নিক্ষেপ করিয়া তাহার ষ্টেটের উন্নতি সাধন করেন। সার জর্জ ক্যাম্বেলের মত ছিল যে নাবালকদিগের কোন রূপে অর্থ সঞ্চয় না হয়, অথচ ভুম সম্পত্তিও খরিদ না হয়। সেই অবধি নাবালকদিগের অর্থকোষে শনি প্রবেশ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সেই শনির দৃষ্টি আরও প্রখর করিবার জন্য যদি উল্লিখিত খরচের হার বৃদ্ধি করার অভিপ্রায় করিয়া থাকেন তবে জমিদারদিগের বিপদের সীমা নাই।

আমরা "শিক্ষক" নামক এক খানি পুস্তক কিছু দিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার ইহার প্রণেতা। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। যদিও ইহা নব্যভুম্য ধিকারীগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই ইহা পাঠ করিয়া কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। আমরা ভরসা করি সর্ব্ব সাধারণ বিশেষতঃ জমিদারগণ এই পুস্তক খানি গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

তুরুস্ক সম্বন্ধে রুসিয়া এক্ষণ এক নূতন প্রস্তাব করিতেছেন। তিনি ইউরোপীর গবর্ণমেণ্টদিগকে ইহাই বলিতেছেন যে, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া সুলতানকে উত্তেজনা করিয়া বলুন যে, ইউরোপীয় দূতগণ কনফারেন্স সভায় যাহা সাব্যস্ত করেন, সুলতান তাহা গ্রহণ করুন। রুশিয়া তাহা হইলে আর সমর সজ্জা করিবেন না। ইংলণ্ড এই প্রস্তাবে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া সম্মতি দিয়াছেন। রুশিয়ার দূত জেনারেল ইগনাটিফ্ লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন এবং তিনি লর্ড সালিসবারির বাটিতে আছেন।

"সিনকোনা ফেবারিফিউজ" নামক একটী ঔষধের বিজ্ঞাপন আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। উহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে, দারজিলিঙ্গে গবর্ণমেণ্টের লাল সিনকোনা বৃক্ষের আবাদ আছে, উহার ছাল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। ডাক্তার চিবার্স, ডাক্তার ইউয়ার্ট প্রভৃতি চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে "সিনকোনা ফেবরিফিউজের" গুণ প্রায় কুইনাইনের তুল্য, সাধারণ জ্বর ও কম্প জ্বরে উহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিকট উহা অতি কম মুল্যে বিক্রয় করিতেছেন। সচরাচর কুইনাইন যেরূপ অবস্থায় ও যে পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ইহাও সেই রূপে ব্যবহার করিতে হয়। বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ ডাক্তার কিং আমাদিগকে "সিনকোনা ফেবরিফিউজের" কিছু নমুনা পাঠাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

তুরুস্কেরা আরজেরুম, কারস ও বেটুন নামক স্থানে যুদ্ধের সজ্জা এবং রুস রাজ্যের সম্মুখে সৈন্য স্থাপিত করিতেছে। বসনিয়ায় মুসলমান ও খৃষ্টানদের সহিত আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

বৃহজ্জাতকাদি মতে কোষ্ঠী প্রস্তুত করা এবং স্বরোদয়, পক্ষ পক্ষী; দৈবজ্ঞ বল্লভা, কেরলী ষষ্টি দাসাদি মতে প্রশ্ন গণনা, সামুদ্রিক গ্রন্থ প্রভৃতির মুল ও অনুবাদ ও চক্র এবং দৃষ্টান্তসমেত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তক গুরূপদেশ ব্যতীত শিক্ষা হইবে। গ্রাহক গণের প্রতি প্রতিখণ্ডে ডাকমাশুলব্যতীত ।/০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কলিকাতা যোড়াসাঁকো শিব কৃষ্ণদার, গলি ৭নম্বর বাটিতে আমার নিকট মুল্য সমেত পত্র পাঠাইলে পাইবেন ইতি।

শ্রী রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক॥

মুল্য ১ টাকা ডাক মাশুল এক আনা।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

সুরেন্দ্র বিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন।—বান্ধব (ঢাকা)

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে জেলা যশোহরের সদর জেলের নিমিত্ত নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের ১৮৭৭ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ১৮৭৮ সালের ৩১ শে এপ্রেল পর্য্যন্ত কনট্রাক্ট দেওয়া যাইবে। কনট্রাক্টদারেরা আগামী ২৫শে এপ্রেল তারিখের মধ্যে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট স্বস্ব টেণ্ডার প্রেরণ করিবেন।

ধান্য (আউস অথবা আমন প্রতি মাসে	৫০০মন
শরিশা	১২৫
বিরিধ ডাউল	৭৫
পাট	৫০
এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য	২০

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আবেদন করিলে শেষোক্ত দ্রব্য সকলের সবিশেষ জানিতে পরিবেন। উপরোক্ত দ্রব্য সমস্ত উৎকৃষ্ট রকম না হইলে ফেরত হইবে।

শরিশা শুষ্ক ও তৈল করার উপযোগী হওয়া চাই। কনণ্ট্রাক্টদার ইচ্ছা করিলে জেল হইতে তৈল, খৈল, গণিথলিয়া প্রভৃতি খরিদ করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য তাঁহাকে এক মাসের মধ্যে দিতে হইবে, এবং জেল হইতে তাঁহার প্রাপ্যও এক মাসের মধ্যে পাইবেন। গরুর গাড়ী ও নৌকা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেকে ভাড়া দেওয়ার জন্য কণ্ট্রাকটদার ইচ্ছা করিলে এক কি বহু দ্রব্যের টেণ্ডার দিতে পারিবেন কিন্তু দ্রব্যের দর অল্প হইলেই টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাধ্য হইবেন না।

Rutty Kant Ghose,
Assistant Surgeon,
for
Jail Superintendent
Jessore

INDIAN ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE.

Lecture by the Very Rev. Father Lafont, S. J. this Evening at 7½ P. M.

Subjeet: Reflection of Light on Curved Surfaces, and Refraction.

Rules of Admission to Leetures of the Association Admission invariably by Ticket.
Donors admitted free to all Lectures. Subscribers prepaying for the year or the month admitted free to all the lectures of the year or the month respectively.
Admission Fee for non-subscribers——*Annas* 8 for a single Lecture: Or Rs. 3 in advance for 12 consecutive Lectures.
Tickets to be had of the clerk at the office of the Association between 10 ½ A. M. and 4½ P. M. (Sundays excepted), and on the day of Lecture up to the time of Lecture.

MAHENDRA LAL SIRCAR, M. D.,
22nd March 1877. *Honorary Secretary.*

কলিকাতার বহুবাজারের শম্ভুনাথ মল্লিকের লেন নিবাসী মৃত শম্ভুনাথ মল্লিক বেনিয়ানের ষ্টেট ও ত্যাজ্য সম্পত্তির লেটরস অব এডমিনষ্ট্রেসন্ অর্থাৎ কার্য্য চালাইবার ক্ষমতা পত্র উল্লিখিত মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী ও উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী রামমণি দাসী বঙ্গদেশীয় ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাইকোর্ট অব জুডিকেচারের টেষ্টামেণ্টরি ও ইণ্টেষ্টে অর্থাৎ ফরম পত্র সম্বন্ধীয় এলাকা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত ষ্টেটের দায়িকগণ স্ব স্ব দেনা উক্ত এডমিনিষ্ট্রেটি্রকস অর্থাৎ উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত সরবরাহকারিণীকে দিবেন এবং উত্তমর্ণ অর্থাৎ পাওনাদারগণ স্বস্ব দাবী তাঁহার গোচর করিবেন।

সুইনহো লা এণ্ড কোং
২০ই মার্চ্চ ১৮৭৭। এটর্ণি।
Swinhœ and Law
Attorney.

সংবাদ।

—আগামী বর্ষে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ,ও ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেনঃ—

ইং সাহিত্য—রেঃ এস ডাইসন ও কে ডেটন।

গ্রীক ও লাটীন ভাষা—রেঃ ইলাফোঁ ও এক বিডন।

আরব্য ও পারস্য—এচ ব্লকম্যান।

সংস্কৃত—রেঃ কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

ইতিহাস-রেঃ ডবলিউ,সি,ফাইফ এবং ই,লেথব্রিজ।

দর্শন—জে, ইলিয়ট ও ডবলিউ গ্রিফিথস।

মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান—রেঃ জে, রবার্টসন ও আর, প্যারি।

পদার্থ বিজ্ঞান—জে, উইলসন, ও এম, এ, ছিল।

উদ্ভিদ্বিদ্যা—ডাঃ জি, ওয়াট।

—মহারাজা দলীপ সিংহ তাঁহার বিবাহ দিনের উপলক্ষে ইউনাইটেড প্রেসবিটেরিয়ান মিশন নামক খৃষ্টীয় সমাজে অর্থদান করিয়া থাকেন। সংপ্রতি তিনি উক্ত উৎসব উপলক্ষে ৫০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজা দলিপ সিংহ মহারাজা রণজিৎ সিংহের পুত্র। রণজিৎ সিংহ দলীপ সিংহকে কখন ভাল বাসেন নাই এবং তাহাকে 'কুত্তাকা বাচ্চা' বলিতেন।

—লফোর্ড সাহেবের স্থানে জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব হুগলির জজ হইলেন।

—শ্রীরামপুরের বাবু হরকুমার গোস্বামী বারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

—বুচার নামক নীলগিরির এক জন নীলকর তাহার দেশীয় শিকারী দ্বারা হঠাৎ আহত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়া ছেন।

—বিচারপতি মার্কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চানসেলর হইবেন।

—গাজিপুর ও তন্নিকটস্থ প্রদেশে ১৮৭৫। ৭৬ খৃঃ অব্দে যে অহিফেন প্রস্তুত হয় তাহার উৎপন্ন ৬১ হাজার মোণের বেশী হইয়াছে। মোট ৩১,০০০ বাকস অহিফেন হইয়াছে, প্রতি বাক্সে ১০০০ হাজার টাকা অর্থাৎ সমুদয় বাকসে তিন কোটি দশ লক্ষ টাকা নিট লভ্য হইয়াছে। তিন লক্ষ ৮৫ হাজার বিঘা ভুমি চাস করিয়া এই উৎপন্ন হইয়াছে।

—ইওয়ান ডেভিনিউসের এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে পারস্যদেশে সুলতনাবাদ নামক গ্রামে একটী স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দীর্ঘে তিন ক্রোশ ও প্রস্থে দুই ক্রোশ এবং প্রতি বৎসর ১২॥ কোটি সের সোণা পাওয়া যাইবে। তদ্ব্যতীত প্রস্তর হইতে শত করা ৭৫ হিসাবে স্বর্ণ উৎপন্ন হইবে। ছয় বৎসর গত হইল এক জন কৃষকের বৃষ পলাইয়া যাওয়ায় সে পশ্চাৎ২ দৌড়িয়া গিয়া অবশেষে বৃষটীকে ধরে। কৃষক এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া বৃষকে মারিতে উদ্যত হয়; কিন্তু প্রস্তর খণ্ড অত্যন্ত ভারি বোধ হওয়ায়, সে উহা ভগ্ন করিয়া দেখে মধ্যে পীতবর্ণ কি পদার্থ রহিয়াছে। তৎপরে পরীক্ষা করিয়া দেখে উহা স্বর্ণ। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত কৃষক গোপনে গোপনে ঐ খনি হইতে স্বর্ণ লইয়া বিক্রয় করিত। অবশেষে সে ধৃত হইয়া তিহারণে প্রেরিত হইয়াছে। [illegible] সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া কতকগুলি লোক উক্ত খনিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার [illegible] স্বর্ণ দ্বারা প্লাবিত করিয়া দিয়াছে।

—উড়িষ্যার ময়ুর ভঞ্জের মহারাজা ভারতেশ্বরী উৎসব উপলক্ষে কটক কলেজ ও মেডিকল্ স্কুলে ৫০০০ টাকা দান করায় বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—মিষ্টার গট্লিং মিট্রেলিউস্ নামক ৪৮॥ সের ওজনে একটী কামান প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা ক্ষুদ্র কামানের ন্যায় গাড়ির উপরে রক্ষিত। উক্ত কামানের ৬টী নল। শুনা যাইতেছে যে, উহাতে প্রতি মিনিট মধ্যে ৩ শত বার আওয়াজ হইবে। ইউরোপ আজ কাল মনুষ্য হত্যার উপায় উদ্ভাবন লইয়াই কেবল ব্যস্ত।

—নিউ ইয়র্কের বরফ ব্যবসায়ীগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রীষ্মকালের বাণিজ্য জন্য যত বরফ আবশ্যক তাহা তাঁহারা সঞ্চয় করিয়াছেন। ১২ হইতে ১৪ ইঞ্চ পুরু, তুষারশূন্য অতি উত্তম বরফ সঞ্চিত হইয়াছে। হড্সনের এক কোম্পানি ২৫০,০০০ টন ও অন্যান্য কোম্পানি ১২০,০০০ টন সঞ্চয় করিয়াছেন; অন্যূন ৪০০০ মনুষ্য ও বালক এবং ৫০০ অশ্ব এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

—ইউনাইটেড্ ষ্টেট সমূহের লক্পোর্টসহ সংবাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে যে, হাল সাহেব বাষ্প দ্বারা নগরে তাপ দিবার যে উপায় উদ্ভাবন করেন তাহা তথায় শীঘ্র পরীক্ষিত হইবে। উক্ত উপায়ে নগর বিভাগ করিতে হইবে ও প্রত্যেক বিভাগে কতক গুলি করিয়া বএলার রক্ষিত হইবে এবং তাহা হইতে যে সকল ঘর গরম করিতে হইবে তাহাতে নল যাইবে। এই রূপ হইলে লক্পোর্টর নগরবাসিগণ স্ব স্ব ইচ্ছা ক্রমে গৃহের তাপ বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতে পারিবে। সহরের লোকে এখন যেমন ঘরে বসিয়া জল ও আলো পাইতেছেন, এই পরীক্ষাটিতে কৃতকার্য্য হইলে শীত কালে আমাদের আর লেপ, তোষক কি গাত্র বস্ত্রের প্রয়োজন হইবেনা।

—চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্স বাজার হইতে হরিপদ ঘোষ, কানুনগো "ইংলিশম্যানে" লিখিয়াছেন যে তিনি এক দিন বৈমাকল পাহাড়ে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বহুক্ষণ পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া একটী গর্জ্জন বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া জলান্বেষণে লোক প্রেরণ করেন। এক ঘণ্টার মধ্যে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল জল পাওয়া যায় না। পিপসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে দেখেন নিকটস্থ পাহাড় হইতে দুই জন মগ আসিতেছে। তিনি তাহাদিগকে সঙ্কেত দ্বারা তাহার নিকট আসিতে বলিলেন। তাহারা নিকটে আসিলে তথায় জল আছে কি না সঙ্কেত দ্বারা জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা "না" বলিল; কিন্তু তাঁহাকে তাহাদিগের সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিল। কিছু দূর গিয়া তাহারা একটী লতার কিয়দংশ ছেদন করিল এবং তাহা একটী বাঁশের নলের উপর রাখিল। ফোয়ারা হইতে যেরূপ বেগে জল পতিত হয় সেই রূপ বেগে উক্ত লতার ছিন্ন অংশ হইতে জল বাহির হইয়া অতি অল্প কাল মধ্যে নলটী পুরিয়া ফেলিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পান কালে তিনি প্রকৃত জল পান করিতেছেন কি লতার রস পান করিতেছেন তাহা আস্বাদ দ্বারা বিভেদ করিতে পারেন নাই। তৎকালে উক্ত লতার পত্র না থাকায় তিনি তাহার বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

—মাদ্রাস প্রেসিডেন্সিতে আবার ডেঙ্গু জ্বর আরম্ভ হইয়াছে।

—অযোধ্যার মেলায় ওলাউঠা অতি ভীষণরূপে আরম্ভ হইয়াছে ও অনেক যাত্রী মরিতেছে। এখানে এবার যাত্রীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, স্নানের দিন পরস্পরের চরণে শত শত মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

—বোর্ড অব্ রেবেনিউ আদেশ করিয়াছেন যে প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টের সদরে এক একজন আসিষ্টাণ্ট অথবা ডিঃ কালেক্টর ষ্ট্যাম্প বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন। তিনি কালেক্টরের অধীন থাকিয়া ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন; কিন্তু কালেক্টরের যে সকল বিশেষ ক্ষমতা আছে তাহা তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।

—ভারতেশ্বরী উৎসব উপলক্ষে বরদায় আমোদের একশেষ হইয়া গিয়াছে। নৃত্য, গীত, বল, অভিনয়, ভোজবাজী ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। বরদা কেবল আনন্দ লহরীতে নৃত্য করিয়াছে। কিন্তু মান্দ্রাস ও বোম্বাইর লোক সেই সময়েই হা অন্ন, হা অন্ন, করিয়া লালায়িত হইয়াছে কত জন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে তাহাই বা কে জানে?

—এত কাল পরে গয়ার রেলওয়ে হইবে বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের উপদেশানুসারে একটী কোম্পানি খোলা হইয়াছে তদ্দ্বারা বিশ লক্ষ টাকা অংশ দ্বারা সংগৃহীত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য ১০০ টাকা। গয়ালীরা কুবেরের তুল্য ধনী, তাঁহারা মনে করিলে উক্ত সমস্ত টাকা দিলেও দিতে পারেন।

—ফরাসী পালিয়ামেণ্টে শিক্ষা বিষয়ক আইনের একটী পাণ্ডুলিপি অর্পিত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে বালকদিগের নিকট হইতে স্কুলে পড়ার বেতন লওয়া হইবে না।

—শুনা যাইতেছে যে, সোয়াতের আখন্দ তথাকার খাঁ ও প্রধানলোক এবং কক্ষর, ষ্টেজন্ চটখল ইত্যাদি জাতিদিগের নিকট এই মর্ম্মে দূত প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাহারা ধর্ম্ম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং যাহারা যুদ্ধ সজ্জা সংগ্রহ করিতে অক্ষম তাহাদিগকে অস্ত্র শস্ত্র বন্দুক ইত্যাদি প্রদান করে। আখন্দ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, শ্রমজীবী ও বণিক ভিন্ন সমস্ত লোকে স্ব২ প্রধানের অধীনে যুদ্ধ কার্য্যে প্রবিষ্ট হয়। প্রধানগণ তাহাদিগকে যুদ্ধ সজ্জা দিয়া যুদ্ধ শিখাইবেন।

—মেডিকল্ কলেজের প্রিন্সিপল্ ডাং স্মিথ্ ২০ মাসের বিদায় লইয়া গত রবিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—বোম্বাইতে ৩৮টী কাপড় ও সূতার কল আছে, ইহার অধিকাংশ এদেশীয়দিগের। কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ৪।৫টী কল আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ বিদেশীয়দিগের। বোম্বাইবাসীরা যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা শীঘ্রই ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকদিগকে এদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। আমরা ভরসা করি কলিকাতাবাসীগণ বোম্বাইর পথাবলম্বন করিবেন।

—বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেল সাহেব একরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাড়িৎ বর্ত্তাবহ যোগে একস্থান হইতে কথা কহিলে অন্য স্থানে সেই কথা অবিকল শুনা যায়। ২।৩ স্থানে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে এবং শুনা যায় তাহা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছে।

—পারিসের ভৌগোলক সমাজ পণ্ডিত নয়গ সিংহকে একটী সুবর্ণ ঘড়ি উপহার দিয়াছেন।

—বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপল্ বেলেট সাহেব রাজসাহী বিভাগের স্কুল সমূহের ইনেস্পেক্টর হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী বেলেট্ সাহেবের স্থানে নিযুক্ত হইলেন ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপল হইলেন।

—সার জর্জ ক্যাম্বেল বেহার বিভাগের জন্য এক ব্যাক্তিকে মাসিক ২০০০ টাকা বেতন দিয়া ওয়ার্ডস ষ্টেটের কমিসনার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বেতনের টাকা নাবালকগণের ষ্টেট হইতে দিতে হইত। শুনা যায় ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার একটী প্রিয়পাত্রের উপজীবিকার জন্য এই পদটীর সৃষ্টি করেন। টেম্পেল সাহেবের আমলেও এই পদটী ছিল; কিন্তু আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, বর্ত্তমান লেঃ গবর্ণর সেই স্থানে পাঁচ শত টাকা বেতনের এক জন ডিপুটী কালেকটর নিযুক্ত করিয়াছেন। ইডেন সাহেব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নাবালকদিগের অর্থাপব্যয়ের আরও অনেক দ্বার দেখিতে পাইবেন।

—কেনিডি সাহেব জষ্টিস পণ্টিফেক্স স্থলে ও প্রিন্সেপ সাহেব জষ্টিস কেম্প স্থলে হাইকোর্টের জজ হইবেন। লকোর্ড সাহেব ২৪ পরগণার জজ ম্যাক্লীন সাহেব ১ বৎসরের ছুটী লওয়ায় তাঁহার স্থানে কাজ করিবেন এই রূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে।

—রাণীগঞ্জের মাজিষ্ট্রেটের সমীপে একটী হত্যার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার বিবরণ এই। ডিক নামক একজন মাদ্রাজী খৃষ্টান ও তাহার স্ত্রী, নিকলসন্ নামক একজন ফটোগ্রাফারের অধীন চাকর ছিল। ডিকের স্ত্রী হিগলী নামক এক জন সাহেবের সহিত ভ্রষ্টা হয়। ডিক জানিতে পারিয়া তাহাকে পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বারম্বার বলে; কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত না করায় ডিক এক খানি ক্ষুর দ্বারা স্ত্রীর গলা কাটিয়া ফেলে ও পরে আপন গলা কাটিতে যায়, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। ডিক মাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

—বরদারাজ্যের ধনাগারে প্রায় এক কোটি টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। মন্ত্রীবর সার মাধব রাও ঐ টাকা ফেলিয়া না রাখিয়া তাহার সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি শতকরা ৪॥ টাকা সুদে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে প্রস্তুত আছেন। ঐ টাকা দ্বারা বরদা রাজ্যের মধ্যে দিয়া যে রেলওয়ে গিয়াছে তাহা বিস্তার করিয়া বরদার প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত যায় এই তাঁহার অভিপ্রায়।

—বনবিষ্ণুপুরের রাজার মৃত্যু হইয়াছে।

—গত ১৬ই মার্চ রাত্রে কলিকাতায় ঝড় ও শিলাপাত হইয়া গিয়াছে।

—গত ১৫ই মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হয় তাহার মধ্যে মালাবার, কৈম্বাটুর, কৃষ্ণা, কদাপা, কর্ণুল ও ত্রিণবলীতে ১॥ ইঞ্চ বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ রিলিফ কার্য্যে ৬৫৭,৪৬৫ জন কাজ করিতেছে। বোম্বাইয়ে বৃষ্টি হয় নাই। মহীসূরে বৃষ্টি হয় নাই; তথাকার পবলিক ওয়ার্কে ও রিলীফ ওয়ার্কে ৬৯,০০০ কাজ করিতেছে। মধ্য প্রদেশে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যের অবস্থা ভাল। বেরারে শস্য কর্ত্তন হইয়া জমি চাষ হইতেছে। রাজপুতনা ও মধ্য দেশে ঝড় ও শিলাপাত হইয়াছে। বাঙ্গালার অনেক প্রদেশে বৃষ্টি ও শিলাপাত হইয়াছে, রবি শস্যের উৎপন্ন উত্তম। মীরট, আগরা ও রোহিল খণ্ডে অল্প ২ বৃষ্টি হইয়াছে। অযোধ্যায় ও বৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্জাবের মধ্যে দিল্লি, জলন্দয়, লাহোর ও রায়ল পিণ্ডিতে বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যের অবস্থা ভাল। আসামে বৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীহট্টে আরও বৃষ্টি আবশ্যক।

—কেরো হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, কর্ণেল গডন ইজিপ্তের খেদারের অধীন সৌদান প্রদেশ সকলের গবর্ণরদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা তিনি সম্যক্রূপে দাস ব্যবসায়ের উপসম করিতে পারিবেন ভরসা হইতেছে।

—১৬ই মার্চ সন্ধ্যার সময় দুই ব্যক্তি ওল্ড কেসি রোড্ দিয়া যাইতেছিল। হাডিঞ্জের প্রতিমূর্ত্তির নিকট তাহারা রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাইতেছিল। ইতি মধ্যে একখানি গাড়ি আসিয়া তাহাদিগের এক জনকে অতি গুরুতররূপে আঘাত করে আহত ব্যক্তি চৌধুরী পুকুরে তাহার বাটীতে আসিয়া অল্পকাল মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল।

—গত রবিবারে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হাবড়ার টিকাওয়ালা পাড়ায় আগুণ লাগিয়া প্রায় ১০০ শত ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। ৪টী অগ্নি যন্ত্র দ্বারা আগুণ নিবাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

—বোম্বাই ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সমতা হয় নাই, প্রত্যুত ইহা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

—লাহোরে রাষ্ট্র যে রুশিয়গণ চারজুইতে সৈনা ও রসদ সংগ্রহ করিতেছে।

—এক জন ফরাসী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন যে, বুলানের প্রায় সমস্ত স্থানে অহিফেণ উৎপন্ন হয় ও উহা তথাকার প্রায় লোকে ব্যবহার করে। এতদ্দেশীয় ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান আয়ের প্রস্রবণ আফিং, সুতরাং এ সম্বাদটি তাহাদের পক্ষে তত সুখকর হইবে না।

—আমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াকুব খাঁ অদ্যাপি কারাগারে আছেন। শুনা যাইতেছে কঠোর শাসনে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

—কাবুলের আমীরের আজ্ঞানুসারে কান্দাহারের গবর্ণর কান্দাহার ও কেলাতিগিজলীর লোকদিগকে আশঙ্কিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিয়াছেন।

—ইংলিশম্যান অবগত হইয়াছেন যে, মৃত জং বাহাদুরের ৬টী স্ত্রী সহ-মরণে গিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি যে তাঁহার কেবল তিন মহিষী তাঁহার সহিত সহমরণ গমন করিয়াছেন। যদিও ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে ইংরেজগণ "সতী" ক্রিয়া আইন দ্বারা উঠাইয়া দিয়াছেন, স্বাধীন নেপাল রাজ্যে উহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। মনুষ্য সুস্থ শরীরে ইচ্ছা করিয়া কখন স্বীয় মৃত্যু স্বীকার করে না। বিশেষতঃ অগ্নি দ্বারা আপন শরীরকে দগ্ধ করাইয়া প্রাণ বিয়োগ করা পার্থিব মনুষ্যের সহিষ্ণুতার অতিরিক্ত। একটী অঙ্গুলীতে অগ্নি লাগিলে সহ্য হয় না কিন্তু এক জন অবলা সহাস্য বদনে সন্তুষ্টচিত্তে অনায়াসে অগ্নি চিতায় আরোহণ করিয়া জীবন ত্যাগ করিতেছে। এটি কি মানুষিক ভাবের কার্য্য? যে স্বামীকে দেবতা বলিয়া জানে, স্বামীর জীবনে যাহার জীবন, স্বামীর প্রতি যাহার এমন অচল, অটল প্রেম যে তাঁহার বিরহে সে কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে অক্ষম; যে মনে দৃঢ় বিশ্বাস করে যে মৃত্যু অন্তে সে স্বামীর সহিত অনন্ত স্বর্গ সুখ ভোগ করিবে, সেই দেবীরূপিনী রমণীই কেবল পতির সহিত সহমরণে যাইতে পারে। সহমরণের যে দোষই থাকুক, ইহা যে সতীত্বের ও পতিপ্রেমের মণিমুক্তাময় উজ্জ্বল স্বর্গীয় স্তম্ভস্বরূপ তৎপ্রতি অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

—নদীয়ার জজ জে, মনরো সাহেব বেঙ্গল পুলীসের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল হইয়াছেন।

—৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মান্দ্রাস সহরে দুর্ভিক্ষ জন্য ১০,১৫,২৭, টাকা ও সিঙ্গলপুট্‌ জেলায় ১৭৮৩৮৫ টাকা গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ব্যয় হইয়াছে। উক্ত জেলায় প্রতি দিন ১,৪০৭ জন কুলী রিলিফ্‌ কার্য্যে কাজ করিতেছে ও ৮৫৭ জন দরিদ্র ব্যক্তি অন্ন পাইতেছে।

—একজন রসায়ন চিকিৎসক অতি অল্প ব্যয়ে মৃত দেহকে সুগন্ধি পদার্থে পরিণত করার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দির মনুষ্য মৃত দেহকেও আপন ব্যবহারে প্রয়োগ করিতে উদ্যত।

—বাঙ্গালোরে অন্ন কষ্ট এমত হইয়াছে যে, দরিদ্র মনুষ্যেরা পুষ্করণীর মধ্যস্থিত এক রকম ঘাসের বীজ পাক করিয়া আহার করিতেছে।

—১১ই মার্চ্চ রবিবার দিল্লীতে ঝড় ও বজ্রাঘাত হইয়া গিয়াছে।

প্রেরিত।

মহাশয়,

অনেক দিন পূর্ব্বে মহাশয়ের বিখ্যাত পত্রিকাতে আমরা রাজপুর টাউন মিউনিসিপালিটির একটী অত্যাচারের বিষয় প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলাম। উখিলা নামে একটী পল্লি, যাহা কৃষিজীবির আবাস, ঐ পল্লিটিকে মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত করিয়া কর নির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল ও মহাশয়ের নিকট ঐ অত্যাচারের সংবাদ না পাঠাইলে বোধ হয় এত দিনে দীন প্রজাগণের নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় হইত। কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত লোক মুখে শুনিলাম যে উক্ত প্রস্তাবটি পাঠে প্রেসিডেন্সি কমিশনার সাহেব ঐ গ্রামের প্রকৃত অবস্থা জানিতে চাহিয়াছিলেন ও যেপর্য্যন্ত না কোন স্থিরসিদ্ধান্ত করেন তাবৎ ঐ ট্যাক্স আদায় রহিতের হুকুম দেন। চেয়ারম্যান অবস্থার বিষয় রিপোর্ট করিয়াছেন কিন্তু শেষে অব্যাহতি দেওয়া হইবে কি না তাহার মর্ম্ম আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। কমিশনার সাহেব দরবারের সুচারু বন্দোবস্তে এত দিন ব্যস্ত ছিলেন তাহার পর বোধ হয় বজেট লইয়া ব্যস্ত আছেন, অথবা তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ-সূত্র। যাহা হউক আমাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধি কতক হইয়াছে, কিন্তু ঐ গ্রাম খানি ছাড়া জগন্নাথপুর, পাকপাড়া প্রভৃতি আরও কয়েক খানি গ্রাম ঐ রূপে অন্যায় মিউনিসিপাটির অন্তর্গত করা হইয়াছে, আমরা উখিলা সম্বন্ধে যখন প্রস্তাবটি লিখি তখন এ বিষয় সম্যক জ্ঞাত ছিলাম না ও সেই কারণ গ্রাম গুলির বিষয় লিখিত হয় নাই। আমাদিগের নিবেদন এই যে মফঃস্বল মিউনিসিপাল আইনে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে যে, "যে গ্রামের অধিবাসী সংখ্যা অধিকাংশ কৃষিজীবি এরূপ গ্রাম মিউনিসিপালিটিভুক্ত হইবে না।" আপনার দ্বারা দরিদ্র লোকদিগের যে এই মহৎ উপকার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তজ্জন্য আপনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

মহাশয়, আমরা আরও আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, যে কয়েক খানি গ্রাম লইয়া রাজপুর টাউন হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রামের ভদ্রলোক সমবেত হইয়া একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে, উহার নাম রাজপুর করদাতাগণের সভা। এই সভাটি প্রতিষ্ঠা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য মিউনিসিপাল অত্যাচার নিবারণ। ইহা দ্বারা যে আমাদিগের দেশের উপকার হইবে বলা বাহুল্য। আক্ষেপের বিষয় এই যে কোন সংবাদ পত্রে এক জন পত্র প্রেরক, বোধ হয় তিনি এক জন মিউনিসিপাল কমিসনার হইবেন, যিনি উখিলার উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া মিউনিসিপাল আয় বৃদ্ধি করিয়া বাহাদুরি নিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মাই এই সভার বিরোধী। তিনি সোম প্রকাশ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারিকনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অনেক বিষয়ে অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন, কারণ তিনি এই সভা স্থাপনের এক জন প্রধান উদ্যোগী। আমরা উক্ত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহার মত আর কত লোক এই সভার বিরোধী আছেন? তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সভার বিরোধীদিগের নাম সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিলে আমরা তাঁহার নিকট বাধিত হইব। বোধ হয় মিউনিসিপাল কমিশনার ব্যতীত অন্য কেহই এই সভাদ্বেষ্টা নহেন। তিনি যে কি কারণে বিরোধী তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি সোম প্রকাশ পত্রে উখিলার প্রস্তাব সম্বন্ধে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে উখিলাতে ট্যাক্স হয় এই তাঁহার অভিপ্রেত ও তিনি ইহাও প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, যে উখিলানিবাসী লোকেরা ব্যবসায়ী, কৃষিজীবি নহে। যাহা হউক আমরা বকল্যাণ্ড সাহেবের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি কৃষি পল্লি গুলিকে মিউনিসিপাল গ্রাস হইতে রক্ষা করুন।

পত্র শেষ করিবার পূর্ব্বে মহাশয়ের নিকট আর একটী অত্যাচারের বিষয় প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা হইতে রাজপুর গমন করিতে হইলে দুইটী পথ আছে। প্রথম পথটি ভবানীপুর টালিগঞ্জের মধ্য দিয়া গড়িয়ার পোলে মিলিয়াছে ও দ্বিতীয়টী বালিগঞ্জ, জাদুপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া ঐ পোলে একত্র মিলিত হইয়াছে। কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ে প্রবল হইয়া পর্য্যন্ত এই দুইটী রাস্তায় যে পরিমাণে লোকের গমনাগমন ছিল এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কৃষকগণ পর্য্যন্ত যাহারা মস্তকে মোট লইয়া ভবানীপুর, কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ আসিত তাহারাও এক্ষণে ষ্টেট রেলওয়ে গমনাগমন করে, কারণ তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র অল্প মূল্যে গাড়ীর বন্দোবস্ত হইয়াছে ও তাহাতে গবর্ণমেণ্টেরও লভ্য হইতেছে। এই কারণ দিবাভাগে অথবা রজনীতে ঐ দুই পথেই লোক সংখ্যা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি পথেই দস্যু ও তস্করের ভয় হইয়াছে। রাত্রিতে অথবা দিবাভাগে একা পাইলেই মারিয়া ধরিয়া, সঙ্গে যাহা থাকে, কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে।

বালিগঞ্জের রাস্তায় বালিগঞ্জের দক্ষিণ নাগাইত গড়িয়া পর্য্যন্ত মধ্যে দুই এক ঘর মুসলমানের বসতি আছে বোধ হয় তাহারাই এইরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি ঐ রাস্তায় যাদুপুরের নিকট একটী কনষ্টেবলকে নির্দ্দয় রূপে যন্ত্রণা দিয়া তাহার জিহ্বা কাটিয়া লইয়াছে, চক্ষু অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে ও অন্য প্রকার কুৎসিৎ যন্ত্রণা দিয়াছে। কি কারণে ও কে এ কার্য্য করিয়াছে তাহা অদ্যাবধি প্রকাশ পায় নাই। অপর রাস্তার রসা ও তাহার দক্ষিণ যে সকল স্থান আছে তাহাতেও নানাপ্রকার উপদ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায় ও গড়িয়ার দক্ষিণ কামালগাজি নামক একটী স্থান, যেখানে পূর্ব্বে একটী থানা ছিল, তথায় রাত্রিকালে একা পাইলে প্রহার পূর্ব্বক সঙ্গে যাহা থাকে তাহা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লয়। আমরা ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অনুরোধ করি যে তিনি এই সকল স্থানের অত্যাচার নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করুন নচেৎ প্রজাদিগের দুঃখের অবধি থাকিবে না।

রাজপুর ১২ই ফাল্গুন। } আপনার অনুগত। শ্রীঃ—

পত্র প্রেরকের প্রতি।

পথিক—বনগ্রামের হিন্দু হোটেলের দুরবস্থার বিষয় লিখিয়াছেন যে তথাকার কোন ব্যক্তি হোটেলে খাইলে অপর ব্যক্তি তাহাকে নিন্দা করে। পথিক তজ্জন্য, ও উক্ত হোটেল রক্ষক ব্রাহ্মণের দুরবস্থার জন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ চাকরী ছাড়িয়া যে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে পরিণামে তাহার পক্ষে ভাল হইবে। স্বাধীন ভাবে যাহা করা যায় তাই ভাল। তবে তাহার দুরবস্থায় বিষয় পথিক যে লিখিয়াছেন সেটী ক্ষণস্থায়ী মাত্র। প্রতিযোগিতা না হইলে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

শ্রী—রঙ্গপুরের অন্তর্গত ভোটমারীর অবস্থা বর্ণন করিয়া একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। বাবু মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরি ও তত্রত্য মুনসেফের উদ্যোগে তথায় নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। উত্তর বাঙ্গালার রেল খুলিলে মুনসফী চৌকি সকল স্থানান্তরিত হইয়া যে২ স্থানে মহাকুমা আছে তথায় যাইবে, তজ্জন্য পত্র প্রেরক দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন তাহা হইলে ভোটমারীর মুনসফী সৈদপুরে যাওয়ার সম্ভব এবং তাহাতে মধ্যস্থলবাসী ব্যক্তিদিগের মোকর্দ্দমা করা অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয় সাধ্য হইবে।

শ্রীতারক নাথ ভট্টাচার্য্য—লিখিয়াছেন যে দিনাজপুরের অন্তর্গত নেকমঙ্গল নামক স্থানে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। তথায় হস্তি, ঘোড়া, উট ও নানাবিধ পণ্য দ্রব্য বহু দূর হইতে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়; কিন্তু মেলাটী ৮ দি[illegible] স্থায়ী হওয়ায় [illegible] হইতে আগত বণিকদিগের [illegible] কষ্টের কারণ হয়। [illegible] করি এরূপ [illegible] মেলা [illegible] দিন স্থায়ী হওয়া উচিত [illegible]

নড়াইল—লিখিয়াছেন [illegible] মহকুমায় ব্যক্তিদিগের [illegible] ভিন্ন অন্য স্থানে মলমূত্র ত্যা[illegible] বাসার স্থান এত সংকীর্ণ যে তথায় পায়খানা প্রস্তুত করা যায় না। নদীর ধারে লোকের বাস থাকায় তথায় গতিবিধি

অসম্ভব, সুতরাং লোকে বাধ্য হইয়া ময়দানে যায়। কিন্তু তথাকার ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট হুকুম দিয়াছেন যে যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূরের মধ্যে ময়দানে কেহ মলত্যাগ করিলে দণ্ডনীয় হইবেন। ইহাতে লোকের ভয়ানক কষ্টের কারণ হইয়াছে। মলত্যাগের কষ্টাপেক্ষা শারীরিক কষ্ট ও গ্লানি আর নাই। আমরা ভরসা করি বিচক্ষণ ডিপুটি বাবু ইহার প্রতিকারে যত্নবান হইবেন।

শ্রীক—মকিমপুর। মকিমপুরে একটী আউট পোষ্ট স্থাপিত হইবে। পত্র প্রেরক শুনিয়াছেন যে উক্ত আফিসের কর্ম্মচারীদিগের বেতন ও ঘর ইত্যাদিতে যে খরচ পড়িবে তাহা গবর্ণমেণ্ট নাকি তথাকার দিন দুঃখি প্রজার দ্বারা চালাইবেন। এ জনরব সম্ভবতঃ মিথ্যা।

শ্রীশশীভূষণ শর্ম্মণঃ—লক্ষ্ণৌস্থ যদুনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি কতিপয় বদান্য লোক হিতৈষী ব্যক্তিদিগের সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন। তথাকার "আর্য্যধর্ম্ম সুধানিধি" সভায় ব্রাহ্ম সভা হইতে অল্প লোক সমাগত হয় বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন ও লিখিয়াছেন যে তথায় শূদ্রের বাটী ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে শূদ্রেরা ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করে তাহাতে পত্রপ্রেরক দুঃখিত। পত্র প্রেরক যে সংবাদ পাঠাইবেন তাহা গ্রহণোপযোগী হইলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। পত্র প্রেরক ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদির সংবাদ না লিখিয়া সারবান বিষয় লিখিবেন।

শ্রী—বর্দ্ধমানের মুন্সেফের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। আপনি নামধাম না লিখিলে আপনার পত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি

লাইব্রেরীয়ান, শ্রীরামপুর	১০
সারকেল লাইব্রেরী, মুন্সি গঞ্জ, ঢাকা	১০
শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর	১৫
‘ ‘ কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তগাছা, ময়মান সিং	১০
‘ ‘ জজ্জরাম সুবেদার, সিলং	১০
‘ ‘ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, খাগড়া, দানাপুর	৫
‘ ‘ নীলাম্বর দাড়িয়াল, ভাঙ্গোড় নারিকেল বড়ে	৩
‘ ‘ হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লোহাগড়া যশোর	৫
‘ ‘ উমেশচন্দ্র মজুমদার, সিলং	১০
‘ ‘ ইন্দুনাথ ভট্টাচার্য্য, দেহারাহুন	৫॥০
‘ ‘ ধনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গনর ষ্টেশন	৫
‘ ‘ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, বদরগঞ্জ রংপুর	১০
‘ ‘ মাখমলাল বসু, পিপরা মতিহারি	৫
‘ ‘ উমেশচন্দ্র নাগ, আমিনপুর ঢাকা	১০
‘ ‘ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা ২৪ পরগণা	১০
‘ ‘ মহাদেব নন্দি, শান্তিপুর	১০
‘ ‘ শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগ্রাম	২
‘ ‘ শ্যামাচরণ ঘোষ, ঢাকা	১০
‘ ‘ রামজীবন মিত্র, বেনারস	১০
‘ ‘ শিবশঙ্কর সেন, কাকুরাগাছি রাজসাহী	৫॥০
‘ ‘ মনোমোহন দেব, হাবড়া	৫
রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর, জৈমুয়াকান্দি	১০
মুন্সি মহাম্মদ পীরবক্স, রংপুর	১০
মুন্সি আমেদ খোদাবক্স, রংপুর	১০
মৌলবী রেজা কোরিম সাহেব, ঢাকা	৫
মৌলবী কোলিম উদ্দিন, মোরেল গঞ্জ	১০
সেক্রেটারি রিডিংক্লাব, টুগুলা	১০
মাজিষ্ট্রেট সাহেব, যশোর	১০
শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদমোহন মৈত্রেয়, বগুড়া	১০
‘ ‘ প্রেমচাঁদ রায় চৌধুরী [illegible] নিয়াদ, কুষ্টিয়া	৫
‘ ‘ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, পীল[illegible] বর্দ্ধমান	১০
‘ ‘ রামমোহন শর্ম্মা, গোহাটি	১০
‘ ‘ কৈলাশচন্দ্র সোম, তেজপুর	৫॥০
‘ ‘ দেবেন্দ্রনাথ রায়, পাবনা	১০
‘ ‘ হরিচরণ পরামাণিক, আরা	১০
‘ ‘ হেমন্তকুমার রায়, কির্ণহার, বীরভূম	১০
‘ ‘ কেদারনাথ দাস, চাঁপাই, বর্ত্তিপুর	১০
‘ ‘ রাইচরণ রায়, নড়াল, যশোর	২০
‘ ‘ দ্বারিকানাথ মজুমদার, মোরেলগঞ্জ	১০
‘ ‘ শিবকৃষ্ণ সেন, বগলীপুর	৫॥০
‘ ‘ ভুবনমোহন ঘোষ, মুসুরিকুটি, ত্রিহুত	৫
‘ ‘ দিননাথ রায়, খুলনা	১০
‘ ‘ ফকিরমোহন সেনাপতি, ডুমপাড়া, খুরদা	৮
‘ ‘ ধরণীধর রায়, পতিশ্বর, নাটোর	১০
‘ ‘ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দেহারাদুন	১০
‘ ‘ রায় সর্ব্বনচন্দ্র বাহাদুর, দেবকগড়	৮।০
‘ ‘ রাধাগোবিন্দ মণ্ডল, বর্দ্ধমান	৭
‘ ‘ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বাজিতপুর, ত্রিহুত	৫
‘ ‘ ঈশানচন্দ্র বকসী, ধুবড়ী	৪
‘ ‘ দেবেন্দ্রনাথ সেন, বরিসাল	১০
‘ ‘ পূর্ণচন্দ্র রায়, ফরিদপুর, মোদপুর	৫
‘ ‘ মদন মোহন তেওয়ারি, বর্দ্ধমান	১০
‘ ‘ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহারণপুর	৫॥
‘ ‘ অম্বিকাচরণ আদিত্য, আলাহাবাদ	৫
‘ ‘ নবীন চন্দ্র ঘোষ, ময়মানসিং	১০
‘ ‘ শীবচন্দ্র বসু, হাতোয়া	৫
‘ ‘ যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রহমতপুর, বরিশাল	৫
‘ ‘ অভয় চরণ রায় চৌধুরী, বেলেটী, মানিকগঞ্জ	১০
‘ ‘ সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, মহাদেবপুর, দিনাজপুর	৫
‘ ‘ গিরিশচন্দ্র রায়, দমদমা	৪
‘ ‘ বৈকুণ্ঠ নাথ রায়, লক্ষ্ণৌ	১০
‘ ‘ উমা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চুনার	৫
‘ ‘ সালগ্রাম বর্ম্মণ, সয়দাবাদ, বহরমপুর	১০
‘ ‘ গোষ্টবেহারি দত্ত, কাগাদিঘি, দিনাজপুর	১০
‘ ‘ প্রাণ নাথ রায়, কোরিমপুর, বর্দ্ধমান	১০
‘ ‘ মণিমোহণ হাজরা শিকারপুর	১০
‘ ‘ সীতানাথ সাহা, মৈনট, ঢাকা	১০
‘ ‘ হরিশ্চন্দ্র ঘোষ, কুমিল্লা	১০
‘ ‘ রজনীকান্ত ঘোষ, নড়াল, যশোর	১০
‘ ‘ কুমোদ কুমার মুখোপাধ্যায়, পাটনা	১০
‘ ‘ যজ্ঞেশ্বর রায়, ত্রিহুত	১০
‘ ‘ পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়, আলাহাবাদ	৫॥
‘ ‘ দিননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালপুর	৫
‘ ‘ শশিমোহন হালদার বহরমপুর	১০
মুন্সি গোলাম আলি চৌধুরী, ঢাকা	১০
মুন্সি আমির আলী, দিনাজপুর	১৫
মুন্সি সেখ কোসিমুদ্দিন, নাটোর	৫
‘ ‘ রাইচরণ দত্ত, গোয়াস, বরিশাল	১০
‘ ‘ রজনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিকগ্রাম, রংপুর	১০
‘ ‘ লক্ষ্মীরাম দাস, পদুমি, তেজপুর	১০
‘ ‘ রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গোয়ালন্দ	১০
‘ ‘ অতুলচন্দ্র দাস, বেনারস	১০
মৌলবি রোহমুদ্দিন চৌধুরী, বৈনদামাভারা ঢাকা	১০
মুন্সি মহাম্মদ আলী খাঁ, বারটীয়া, ট্যাঙ্গরাইল	১০
মুন্সি সোয়েদ ময়াজমালী, গৌরঙ্গদিহি মানভুম	৫॥
শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ লাল বসাক, ঢাকা	৫
‘ ‘ দিননাথ রক্ষিত বাকুড়া,	৫
‘ ‘ কিশোরি মোহন চৌধুরী, সেরপুর ময়মানসিং	১০
‘ ‘ মতিলাল চৌধুরী, পাণ্ডুগ্রাম, জাহানাবাদ	১০

বিজ্ঞাপন।

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.............................../০

মঙ্গলবার............................।০

বুধবার............কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।

বৃহস্পতিবার..............................।০

শুক্র বার.................................।০

শনি বার..................................।০

রবি বার..................................॥০

সিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গৃহীতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গৃহীতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি।০ আনা এবং পাল্কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফ্রি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘন্টায় এক টাকা মং ১

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে গাড়ি নিয়া ফ্রি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

আমরা ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউশন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান; সায় ডাকমাশুল

১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১।৴০
" " ২য় "	১৶০
হোমিওপ্যাথিক ভৈষয্যতত্ত্ব ১ম "	১৶
অর্শরোগের মহৌষধ	১॥০

অর্শ রোগীরা আপন২ লক্ষণ পাঠাইবেন।

টাক রোগের মহৌষধ	১॥০
হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন চেষ্ট	২৫
" ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
" ১০ শিশি বাক্স	৫

এই বাক্সে এক এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তিত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী
কলিকাতা, ৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।